নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ – ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ঃ ২৩ মে – ২৯ মে, ২০২৬ | Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 30, 23 May - 29 May 2026 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আরজি কর হাসপাতাল কাণ্ডের ফাইল খুলতেই নিরপেক্ষ

তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্ত এবং ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করে দিল রাজ্য সরকার।

রবিবার : নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডের তদন্তে নেমে প্রশ্ন তৈরির

সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক মনীষা গুরুনাথ মান্ধারেকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করল সিবিআই। প্রশ্ন তৈরির দায়িত্বে থাকা জাতীয় টেস্টিং এজেন্সি মনীষাকে বোটানি ও জুলজির বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত করেছিল।

সোমবার : সরকারি চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা

৫ বছর বাড়ানোর ঘোষণা হয়েছিল আগেই। এবার বেরোলো তার সরকারি বিজ্ঞপ্তি যেখানে বলা হয়েছে গ্রুপ এ পদের জন্য ৪১, গ্রুপ বি-তে ৪৪ এবং গ্রুপ সি-ডি-র জন্য উর্ধ্বসীমা ৪৫ বছর।

মঙ্গলবার : দুর্নীতি ও মহিলা নির্যাতনের তদন্তের জন্য গঠিত

হল কমিটি। দুর্নীতির তদন্ত করবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু কমিটি যার সদস্য সচিব আইপিএস অফিসার কে জয়রামন। নারী নির্যাতনের তদন্ত করবে আর এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় কমিটি। সচিব আইপিএস দময়ন্তী সেন।

বুধবার : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

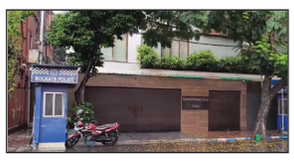

অভিষেক ব্যানার্জির ১৭ টি সম্পত্তির ঠিকানায় অনুমোদিত প্ল্যান দেবার নোটিশ পাঠালো কলকাতা পুরসভা। এইসব ঠিকানায় অবৈধ নির্মাণ হয়ে থাকলে তা ৭ দিনের মধ্যে ভেঙে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার: নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব সহ

প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি মত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেবার জন্য ২৭ কিলোমিটার জমি তুলে দেওয়া হল বিএসএফ-এর ডিজি প্রবীণ কুমারের হাতে।

শুক্রবার: কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের সুষ্ঠ

ব্যবস্থাপনায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল ফলতার পুনর্নির্বাচন। কোথাও দেখা গেল না জাহাঙ্গীর ও তার বাহিনীকে। ফলতাবাসী জানালো দীর্ঘ ১০ বছর পর নিজের ভোট নিজে দিলেন তারা। ● সবজান্তা খবরওয়ালা

দুর্নীতির ঝাপটায় বেসামাল তৃণমূল

ওঙ্কার মিত্র

পশ্চিমবঙ্গে শাসনের চাকা হঠাৎ যেন উল্টোদিকে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। ভিআইপি-ভিভিআইপি কালচার উধাও, গর্তে ঢুকে গিয়েছে তোলাবাজি-সিন্ডিকেটরাজ, চমকানি ধমকানি উধাও, বন্ধ হয়েছে তুষ্টিকরণের রাজনীতি, উঠে যেতে চলেছে রাস্তা বন্ধ করে ধর্মীয় আচার এবং প্রকাশ্যে পশু হত্যা, শব্দবিধি লঙ্ঘনে জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা, অনুপ্রবেশ-পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জমি হস্তান্তর করা চলছে, শুরু হয়েছে শিল্পায়নের ভাবনা, চলছে সাধারণ খেটে খাওয়া রাজ্যবাসীর জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্পের ঘোষণা। মাত্র ১৫ দিনের সুশাসনের ছোট্ট প্রদীপের আলো যেন এক লহমায় দূর করে দিয়েছে ৬০/৭০ বছরের কুশাসনের অন্ধকার। দেশভাগে বিপর্যস্ত বাঙালি ১৯৪৭ সালের পর থেকে যা যা চেয়ে এসেছে কালচক্রের কল্পতরু বিন্দুতে এসে সবই যেন পূরণ হয়ে চলেছে একের পর এক।

১৫ দিনের সরকার মন্ত্রী-আমলাদের নিয়ে একদিকে যেমন রাজ্য পুনর্গঠনের কাজে নেমে পড়েছে তেমনই দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে শুরু করেছে আপোষহীন অভিযান। জেলায় জেলায় তৃণমূলের তোলাবাজ, গুন্ডা, মাফিয়া সম্পদের ধরপাকড় চলছে। এতদিন যা নিয়ে গুঞ্জন চলছিল সেই তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের অবৈধ সম্পত্তি প্রকাশ্যে এসে হাজির হয়েছে প্রশ্নের মুখে। তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরসভা থেকেই একের পর এক নোটিশ আসতে শুরু করেছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যার দায়িত্ব নিতে নারাজ মেয়র ও বরো চেয়ারম্যান। এই ঝাপটা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর সামনেই দলের নেতারা অভিষেকের পাশে দাঁড়াতে নারাজ। এসব সামলাতে গিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত নিষ্কর্মাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। দলের মাথায় এখনও বসে রয়েছেন লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় অথচ সব নেতারাই ঘরবন্দী।

এরপর দুয়ের পাতায়

বাংলাকে আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর এই প্রথম দিল্লি গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। দেখা করলেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ৫০ মিনিট বৈঠক করেন তাঁর বাসভবনে। সূত্রের খবর সুফল মিলতে শুরু করেছে ডবল ইঞ্জিন সরকারের। প্রধানমন্ত্রী বাংলার উন্নয়নে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। ইতিমধ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পে মিলেছে ৩৯ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ। আগামী কাল শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। মিলতে পারে আয়ুষ্মান ভারতের বরাদ্দও।

সব মিলিয়ে এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর সফর বাংলার জন্য মনোরম বাতাস বয়ে আনতে চলেছে। গত ৫০ বছর পর বাংলার জন্য এমন দরাজ হস্ত হতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারকে।

পাল্টানো দরকার বাংলার তোলাবাজি

শক্তি ধর

সেই প্রাচীন কাল থেকে বাংলার ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি বাংলার পরিচয়। বাংলার টেরাকোটা, বাংলার আটচালা মন্দির, বাংলার পট, বাংলার মুখোশ প্রভৃতি পৃথিবীতে বাংলাকে এক অনন্য স্থান করে দিয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও বাংলা নাম করেছে দলীয় ভ্রষ্টাচারে। গত ৫০ বছরে বাংলার তোলাবাজি সারা ভারতে চর্চার বিষয়। বাংলার রাজনীতিকদের ক্ষমতার আস্ফালনে বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে তোলাবাজি হয়েছে বঙ্গ জীবনের অঙ্গ। সকাল থেকে রাত বঙ্গবাসীর সব সময়ের সঙ্গী তোলাবাজি আর সন্ত্রাস। এর জেরে ছোট বড় শহরের রাস্তা-ঘাট,

ফুটপাথ, স্টেশন চত্বর এখন বাজার। শুধু পাড়ার দাদাদের তোলা দিলেই বাংলার যেখানে সেখানে বসার ছাড়পত্র মেলে কারণ এদের সঙ্গে যোগাযোগ নেতা মন্ত্রীদের। তোলার অর্থ ঠিকঠাক ভাগ বাঁটোয়ারা হলে কোনো আইনই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ফলে বাধ্য হয়ে পথচারীকে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নামাটাই এখানে দস্তুর। অবশ্য সেটাও দখলমুক্ত নয়। সেখানে অবাধে গড়াগড়ি খায় প্রোমোটারদের ইঁট, বালি, পাথর। এমনকি ব্যস্ত রাস্তা জুড়ে যখন তখন ফাংশান, খেলা হলেও কিছু বলা যাবে না, তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেতা মন্ত্রীদের। সম্পর্ক যে তোলাবাজির।

এ তো গেল ছোট মাঝারি পথের কাহিনী। বড় রাস্তায় আবার বড় খেলা। এখানে অটো, টোটো, রিক্সা কিংবা বাস, ট্র্যাক, ট্যাক্সি সবই পুলিশ-দাদা জোড়া তোলাবাজির শিকার। এ ব্যাপারে উর্দিধারী ও অস্ত্রধারীদের যুগলবন্দী লা-জবাব! বাকি রইলো বাইক, স্কুটি, সাইকেল। যান শাসনের নামে এদের থেকেও টু পাইস এলে ক্ষতি কী। থানায় থানায় পুলিশের তোলা তোলার নাম 'ডাক' আর জেলায় জেলায় দাদাদের তোলা তোলার নাম 'টোল'।

এরপর দুয়ের পাতায়

ফলতায় বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা

কুনাল মালিক

২১ মে ফলতা(১৪৪) বিধানসভার পুনর্নির্বাচনে ফলতার মানুষ নির্ভয়ে উৎসবের আনন্দে তথাকথিত পুষ্পা ওরফে জাহাঙ্গীর খানের আশ্রিত দুষ্কৃতিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। ভোটের দিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ জাহাঙ্গীর খানের শ্রীরামপুর গ্রামে গিয়ে তার সুবিশাল অট্টালিকার সামনে চোখে পড়লো ঘরের গেট ভিতর থেকে বন্ধ আছে। বারবার তার নাম ধরে ডাকলেও কেউ কোন উত্তর দেয়নি। গ্রামের সাধারণ মানুষরা জানালেন, ২ দিন ধরে তারা জাহাঙ্গীর খানকে দেখেননি। এমনকি তার বাড়ির সামনেই শ্রীরামপুর পশ্চিম দুর্গাপুর অবৈতনিক বিদ্যালয় যেখানে ভোটগ্রহণ চলছে, সেখানেও জাহাঙ্গীর খান ভোট দিতে আসেনি বলেই জানা গেল। তবে বিকেল ৪টের পর তার স্ত্রী মুখে মাস্ক লাগিয়ে ভোট দিয়ে বাড়িতে ঢুকে যান। সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। জাহাঙ্গীর খানের নিজের বুথেই তৃণমূলের কোনও পোলিং এজেন্ট ছিল না। শুধু তার বুথেই নয় গোটা ফলতা বিধানসভা জুড়ে কোথাও তৃণমূলের পতাকা কিংবা বুথ অফিস চোখে পড়েনি। সর্বত্রই পদ্মফুলের পতাকা আর হোর্ডিং শোভা পাচ্ছিল।

তবে কয়েকটি জায়গায় সিপিএম প্রার্থী এবং কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রচার চোখে পড়েছে। তেঁতুলিয়া গ্রামের শ্যামল নিয়োগী জানালেন, দীর্ঘদিন পর তারা মনের আনন্দে ভোট দিতে পেরেছেন। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের সময় তার তৈরি নেতাজীর স্ট্যাচু জাহাঙ্গীর খানের বাহিনীরা ভেঙে দিয়েছিল। যেহেতু এই স্ট্যাচু নির্মাণ করেছিলেন শ্যামলবাবু এবং তিনি বিজেপি করতেন সেই অপরাধে সেই মূর্তি ভাঙ্গা হয়। **ছবি : অরুণ লোধ**

এরপর দুয়ের পাতায়

জেলা পরিষদে ঠিকাদারদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ মে ফলতা বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন যখন মধ্য দুপুরে বিধানসভা নির্বাচন থেকে কার্যত সরে দাঁড়ালেন বলে ঘোষণা করলেন জাহাঙ্গীর খান। তারপরই দেখা গেল আলিপুরে জেলা পরিষদের যে ভবন আছে যেখানে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষরা বসেন সেখানে অবস্থিত জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খানের দপ্তরের সামনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঠিকাদাররা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এমনকি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের দরজায় যেখানে জাহাঙ্গীর খানের নেমপ্লেট লাগানো আছে সেখানে পোস্টারিংও করা হয়। ঠিকাদাররা জানাচ্ছেন, গত ৭ বছর ধরে জেলা পরিষদের কোন টেন্ডার এ অংশগ্রহণ

করতে গেলে জাহাঙ্গীর খানের যিনি পিএ আছেন প্রবীর হাজরা তাকে কাটমানি দিতে হত।

এরপর দুয়ের পাতায়

বেহাল নদী বাঁধ, জরুরি বৈঠকে বিধায়করা

রবীন দাস : সামনেই বর্ষাকাল, তার আগেই কাকদ্বীপ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় নদী বাঁধের বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে বাড়ছে উদ্বেগ। একাধিক জায়গায় নদী বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে প্রশাসনের কপালে। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বুধবার কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দপ্তরে জরুরি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের বিধায়ক দীপঙ্কর জানা ও সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বৈঠকে মূলত মহকুমার কোন কোন এলাকায় নদী বাঁধের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, সেই বিষয়ে সেচ দপ্তরের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়। পাশাপাশি দ্রুত কীভাবে সেই বাঁধগুলির সংস্কার ও মেরামতির কাজ শুরু করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়। এছাড়াও রাস্তার বেহাল অবস্থা সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সমস্যার বিষয়েও পর্যালোচনা করা হয়।

বিধায়করা জানান, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইতিমধ্যেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। কোথায় কত অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং কোন কোন কাজ এখনও বাকি রয়েছে, সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে নদী বাঁধগুলিকে পাকাপোক্তভাবে নির্মাণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

ভাগ্যের চাকা ঘোরার দিন গুনছে সিভিক ভলেন্টিয়াররা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

বাংলার বেকার সমস্যা অগ্নিগর্ভ হতে শুরু করে বিগত বাম আমল থেকেই। ৩৪ বছর পর বামফ্রন্টের বিপর্যয় ঘটে ২০১১ সালে। পরিবর্তনের সরকার হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃণমূল সরকার রাজ্যে আসার পর রাজ্যের বেকারত্ব নিয়ে শুরু হয় এক মর্মান্তিক খেলা। ২০১৩ সালে বেকারত্ব দূরীকরণের নামে পুলিশ প্রশাসনের হাত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে নিয়োগ হয় প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার সিভিক ভলেন্টিয়ার। প্রাথমিক পর্যায়ে এদের বলা হত, ডব্লিউ বি সি পি ভি এফ অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিক পুলিশ ভলেন্টিয়ার ফোর্স। এদের নামের সঙ্গে 'পুলিশ' শব্দটা থাকার কারণে এক প্রকার নিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল। তাই রাজ্য সরকার পুলিশ শব্দটাকে ছেঁটে এদের ঠেলে দেয় অনিশ্চয়তার কোর্টে। সময় মাধ্যমিক ক্যাটাগরির কথা উল্লেখ থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতকোত্তীর্ণ সহ মাস্টার ডিগ্রির যুবক-যুবতীরাও ঝাঁকে ঝাঁকে এতে আবেদন করেন। বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের আশায় এই সিভিক ভলেন্টিয়ারে যোগ দেওয়া যুবক-যুবতীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে হাতে একপ্রকার স্বর্গ পায় প্রশাসন। অনেকটা মেঘ না চাইতে জল পাওয়ার মত ঘটনা। যেখানে গোটা রাজ্যের পুলিশকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারের মত, সেখানে সিভিক ভলেন্টিয়ারের সংখ্যা তার প্রায় দ্বিগুণের বেশি। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্ত এই যুবক-যুবতীরা আসলে 'না ঘরকা, না ঘাটটা'-র মত।

কথা প্রসঙ্গ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন,'বর্তমানে বলতে গেলে রাজ্য তো চালাচ্ছে সিভিক ভলেন্টিয়াররাই। কারণ পুলিশ প্রশাসনের একটা বড় অংশই এদের উপর নির্ভরশীল।' কথাটা নেহাৎ ভুল বলেননি তিনি। কারণ, পুলিশ প্রশাসনে যে সমস্ত কনস্টেবল রয়েছেন, তাদের একটা বড় অংশই বয়স্কদের তালিকায়। সে তুলনায় এই সময় নিয়োগপ্রাপ্ত সিভিক ভলেন্টিয়াররা তুলনায় অনেক ক্ষিপ্র ও সাহসী এবং মেধাসম্পন্ন। ফলে পুলিশ প্রশাসনে এরা সর্বত্রই ব্যবহারযোগ্য।

এরপর দুয়ের পাতায়

বঙ্গ পরিবর্তনের আনন্দ বারাণসীতে

কুনাল মালিক : উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই একটি ২ কিলোমিটার গলিতে প্রায় এদিক ওদিক মিলিয়ে দেড় লক্ষ বাঙালিরা বসবাস করেন। এই অঞ্চলটিকে 'বাঙালি টোলা' বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে গত ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের পরিবর্তনের পর বিজেপির নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। সেই আনন্দে বাঙালি টোলার সনাতনী হিন্দুরাও অত্যন্ত আনন্দিত। গত ফলহারিনি অমাবস্যার দিন সন্ধ্যায় বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বাঙালি টোলার সনাতনী হিন্দুরা বিশেষ সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করেছিল। বাঙালি টোলার প্রবেশ মুখে যে প্রাচীন কালী মন্দির আছে সেখানেও ধুমধাম করে পূজা দেওয়া হয়। বাঙালি টোলার সনাতনী হিন্দুদের বিভিন্ন সংগঠনের যিনি নেতৃত্ব দেন বিশ্বনাথ ঘোষ জানালেন, 'আমরা

অত্যন্ত আনন্দিত তাই ফলহারিণী অমাবস্যার দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে বিশেষ সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করেছিলাম। সেখানে আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। বিশ্বনাথবাবু আরো বলেন, 'খুব শীঘ্রই আমরা কলকাতায় আসছি নবনির্বাচিত নতুন সরকারে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য।'

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে এক ভয়াবহ সংকট

ড.রামদাস রায়

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'একটি জাতি ততটাই উন্নত যতটা তার সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার ঘটে। ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ ছিল শিক্ষা ও জ্ঞান অল্প কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। যদি আমাদের আবার উঠে দাঁড়াতে হয়, তবে তা সম্ভব হবে শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের মাধ্যমে।'

এই ভাবনা থেকেই ভারত সরকার ২০০২ সালের ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সংবিধানের ২১-এ অনুচ্ছেদে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সংযোজন করা হয়, যা ২০০৯ সালের 'শিশুদের বিনামূল্যে ও

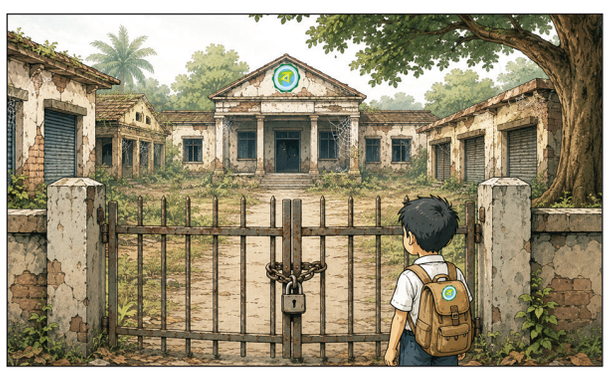

বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন'-এর মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অর্জন আংশিকভাবে সন্তোষজনক। বর্তমানে দেশে প্রায় ৫৭ লক্ষ শিক্ষক ১২ লক্ষেরও বেশি বিদ্যালয়ে প্রায় ২০৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করছেন। দেশের প্রায় ৮২ শতাংশ মানুষের ১ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং ৭৫ শতাংশ মানুষের জন্য ৩ কিলোমিটারের মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

তবুও উদ্বেগজনক বাস্তবতা রয়ে গেছে। দেশে এখনও প্রায় ৩৮ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর, প্রাথমিক স্তরে প্রায় ৫৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং গ্রামীণ এলাকার প্রায় ৭৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে বহু-শ্রেণির একসঙ্গে পাঠদান চলে। এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কিছু গুরুতর সমস্যা বিদ্যমান— যেমন ১. শিক্ষা ব্যবস্থার কঠোর ও অনমনীয় কাঠামো ২. বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগের অভাব ৩. সৃজনশীল চিন্তার নিরুৎসাহ ৪. সামগ্রিক ও নৈতিক শিক্ষার অবহেলা। সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে এটিকে সমবায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতি এবং ১৯৭৫ সালে এনসিইআরটি-এর কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি এনপিই-র প্রণয়ন করে সারা দেশে একটি সাধারণ পাঠক্রম চালুর সুপারিশ করা হয়। ২০০০ সালে এই নীতির পুনর্বিবেচনাও করা হয়।

তবুও দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান চিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, জনসংযোগ ও ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা সামনে এসেছে—সরকারি বিদ্যালয়গুলির দ্রুত বন্ধ হয়ে যাওয়া বা একত্রিত হওয়া।

এরপর দুয়ের পাতায়

কাজের খবর

অর্থনীতি

বাজার রেঞ্জের মধ্যে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাই আমরা বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৩,৫০০–এর নিচে যদি থাকে তবে ২৩,০০০–২৩,২০০ পর্যন্ত যেতে পারে এবং সেটাই হয়েছে, বাজার ২৩,২৫০–এর কাছাকাছি। ২৩,০০০ এই সপ্তাহের কাঙ্খিত রেঞ্জ। আমেরিকা ও ইরানের ট্যুইট যুদ্ধ আবার শুরু হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকে সতর্কবার্তা জানিয়ে দিয়েছেন। যে এখনও যদি মূল শক্তিধর দেশগুলো নিজেদেরকে না শোধরাতে পারে তবে সমগ্র বিশ্ব দারিদ্র্যের একটা বড় সমস্যায় পড়বে। আমরা দেখলাম এই সপ্তাহেই পরপর দুবার ডিজেল এবং পেট্রোলের দাম বেড়েছে যা নতুন করে মুদ্রাস্ফীতির

আবার এই লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার ২৩,৬০০–এর কাছাকাছি। উপরের দিকে গেলেই একটা সেলিং প্রেসার আসছে, আবার নিচের দিকে নামলে ইনডেক্স ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়া চলছে। তাই এই সপ্তাহেও রেঞ্জে যে বড় পরিবর্তন হবে সেটার সম্ভাবনা নেই। কাজেই উপরের দিকে ২৪,২০০ এবং নিচের দিকে সমস্যা তৈরি করবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, রিজার্ভ ব্যাংক যথেষ্ট চেষ্টা করছে বাজারে লিকুইডিটি বজায় রাখার যদিও টাকার দাম ক্রমশ: তলানিতে। এখন দেখার যুদ্ধরত দেশগুলো থেকে ভারত যেমন নিজেকে সরিয়ে রেখেছে তেমনি বিশ্ব মন্দা শুরু হলে ভারত কিভাবে সেটা থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

শুশুনিয়ায় রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘তুচ্ছ নয় রক্তদান, বাঁচাতে পারে একটি প্রাণ’ এই বার্তাকে সামনে রেখে আজ শুশুনিয়া গ্রামে আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শুশুনিয়া ছাতাতলা দেবতা ক্লাব, শুশুনিয়া ঐকতান এবং সাংবাদিক সুকান্ত টিম–এর যৌথ উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন সময়ে রক্তের সংকট মেটানোর লক্ষ্যে ২২ মে ২০২৬, শুশুনিয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি প্রাঙ্গণে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু এই শিবিরে মোট ৫২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অর্চনা কুন্ডু, ছাতনা থানার মেজবাবু সুজিত মাঝি, বি এল আর ও শান্তনু রাই, ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখার্জি, বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম ব্যানার্জি ও ভগবান কর্মকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিএলআরও শান্তনু রাই নিজেও এদিন রক্তদান করেন, যা উপস্থিত মানুষদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি করে। উদ্যোক্তাদের আশা, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আন্ডারপাসের চাহিদা মিটতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া শহরের কেঠারডাঙ্গা ও স্টেশন মোড় সংলগ্ন এলাকায়, নির্মীয়মান রেল আন্ডারপাস এর কাজকর্ম খতিয়ে দেখলেন, বাঁকুড়া বিধানসভার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। এদিন সকালে তিনি আন্ডারপাস তৈরির কাজে কর্মরত, রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের কথা বলে কাজের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানলেন। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই আন্ডারপাস তৈরির কাজ শুরু হলেও, মাঝে মধ্যেই থমকে যায় কাজ।ফলে স্থানীয় মানুষদেরও খুব সমস্যা কিছুতেই কাটছিল না।

পর্যবেক্ষণ শেষে বিধায়ক জানান, কাজ সুন্দর হবে এগোচ্ছে । আশা করা যায় আগামী এক মাসের মধ্যে মানুষ এই আন্ডারপাস ব্যবহার করতে পারবে।

মাধ্যমিকে কৃতি জোহাইনাকে বিজেপির সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্দান্ত ফলাফল করে গঙ্গাসাগরের নাম উজ্জ্বল করল বামনখালির কৃতি ছাত্রী জোহাইনা খান। বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের এই ছাত্রী মোট ৬৬৮ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ে প্রথম এবং সমগ্র সাগর ব্লকের মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। জোহাইনার এই সাফল্যে এলাকায় আনন্দের আবহাওয়া।

১৭ মে বিধায়ক শ্রীমন্ত মণ্ডলের বিশেষ নির্দেশে বামনখালিতে জোহাইনার বাড়িতে পৌঁছায় বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। কৃতি ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে দলের পক্ষ থেকে তাকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং মিষ্টিমুখ করানো হয়। সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি বিজেপির প্রতিনিধি দল জোহাইনার পরিবারের পাশে থাকার সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দেয়। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামীদিনে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জোহাইনা যদি কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে বিধায়কের তরফ থেকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা ও সাহায্য করা হবে। বিজেপি প্রতিনিধি দলের এই উদ্যোগে এবং পাশে থাকার আশ্বাসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে কৃতি ছাত্রীর পরিবার। জোহাইনার এই সাফল্য এবং বিধায়কের এই মানবিক উদ্যোগ এলাকার অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে বলে আশাবাদী স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মহল।

৮৫ ডেপুটি ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ডেপুটি ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) পদে ৮৫ জন লোক নিচ্ছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। ২০২৪, ২০১৫, ২০২৬ সালের গেট পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৮–৬–২০২৬–এর হিসাবে ৩৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৫০,০০০–১,৬০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮৫টি (জেনাঃ ৩৬, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ব্র.এস. ৮)। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। তবে এর মেয়াদ আরো বাড়তে পারে। চাকরি হবে ভারতের যে কোনো জায়গায়। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 05/2026। প্রার্থী বাছাই হবে ২০২৪, ২০২৫, ২০২৬ সালের গেট পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে আর ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৮ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.nhidcl.com এ জন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ পত্র আর গেট–এর স্কোর কার্ড স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কোল ফিল্ডে ৫০০ চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোল ইন্ডিয়ার সহায়ক সংস্থা মহানদী কোল ফিল্ডস লিমিটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান ও টেকনিশিয়ান পদে ৫০০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান (ইলেক্ট্রিক্যাল) (ট্রেনি), গ্রেড–সি: ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। পারিশ্রমিক মাসে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ : ১৫০টি (জেনাঃ ৬০, ও.বি.সি. ১৮, তঃজাঃ ২৪, তঃউঃজাঃ ৩৩, ই.ডব্লু.এস. ১৫)।

টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিশিয়ান) (ট্রেনি), ক্যাটেগরি : মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর ১ বছর ট্রেনিং/ প্র্যাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। পারিশ্রমিক দৈনিক ১,৫৮৩.৩২টাকা। শূন্যপদ: ৩৫০টি (জেনাঃ ১৪০, ও.বি.সি. ৪২, তঃজাঃ ৫৬, তঃউঃজাঃ ৭৭, ই.ডব্লু.এস. ৩৫)।

সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২৮–৫–২০ ২৬–এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: MCL/HQ/Recruitment/Open /2026/311, Date: 16-04-2026.

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। কোথায় পরীক্ষা হবে তা ফর্ম পূরণের সময় জানতে পারবেন। ১০০ নম্বরের ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে টেকনিক্যাল বিষয়ে ৭০ নম্বর আর জেনারেল বিষয়ে ৩০ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং নেই। লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ/ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ৪৫% (তপশিলী হলে ৩৫%, ও.বি.সি. হলে ৪০%) নম্বর পেলে সফল হবেন। সফলদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৮ মের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://mahanadicoal.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে।

এছাড়াও পার্শপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার আর শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৮০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে এক ভয়াবহ সংকট

প্রথম পাতার পর

২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সারা দেশে ১৮,০০০–এরও বেশি সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ বা একীভূত হয়েছে। ওড়িশায় গত কয়েক বছরে প্রায় ৫,৬৩২টি বিদ্যালয় বন্ধ বা একীভূত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে গত ১০ বছরে প্রায় ১৩% ছাত্রভর্তি কমেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে স্কুল র‍্যাশনালাইজেশন নীতির ফলে একাধিক বিদ্যালয় বন্ধ বা একীভূত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক দশকে প্রায় ৭,০১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে, যার মধ্যে গত ৫ বছরে বিশেষত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে।

অন্যদিকে বিহার ও দিল্লির মতো কিছু রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রায় সব রাজ্যেই ‘র‍্যাশনালাইজেশন’–এর নামে বিদ্যালয় একীভূত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে–

১. দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া। ২. পুরনো বিদ্যালয় ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। ৩. পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর ঘাটতি। ৪. প্রশাসন ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা। ৫. স্থানীয় জনগণের অনাগ্রহ ও অংশগ্রহণের অভাব। ৬. নিম্নমানের বা অনিয়মিত পাঠদান। ৭. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, যা শিক্ষার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ৮. মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সময় নষ্ট হওয়া, ৯. অতিরিক্ত ছুটি ও ছুটির কারণে পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ করতে সমস্যা। ১০. রাজ্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই জাতীয় মান সিবিএসই/আইসিএসই–এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় অভিভাবকদের বেসরকারি বিদ্যালয়ের দিকে ঝোঁক। দীর্ঘ দিন ধরে এইসব রোগ কুরে কুরে খাচ্ছে বাংলার শিক্ষাকে। একের পর এক প্রজন্ম তলিয়ে গিয়েছে অশিক্ষার গভীরে। তাদের আর মাথা তোলা সম্ভব হবে না কোনো দিন। না বদলানো অবধি প্রত্যেক দিন মৃত্যু ঘটছে সুশিক্ষার।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার এসেছে। ইতিমধ্যে নতুন সিলেবাস রচনা নিয়ে চর্চা শুরু রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি এ রাজ্যে দ্রুত চালু হতে চলেছে। যদিও তার আগে রাজ্যের স্কুলগুলির পরিকাঠামো বদলাতে হবে। নিয়োগ করতে হবে পর্যাপ্ত শিক্ষক। সমস্যা অনেক, চাহিদার চাপ প্রবল। সময় হয়তো লাগবে তবে তা যতটা কমানো যায় ততটাই রাজ্যর শিক্ষার্থীদের জন্য মঙ্গল।

বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা

প্রথম পাতার পর

ওই সময় শ্যামলবাবু করোনাক্রান্ত ছিলেন বলে জাহাঙ্গীর বাহিনী তার বাড়িতে যায়নি। শ্যামলবাবু জানালেন, নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিজেপির জয়ী যিনি প্রার্থী হবেন দেবাংশু পান্ডা তার মাধ্যমে এই নেতাজি স্ট্যাচুর সংস্কার করার জন্য আবেদন করবেন। হরিণডাঙ্গা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা কৃপাকর হালদার তার স্ত্রী জয়শ্রী হালদারকে সঙ্গে নিয়ে জানালেন, ২০২১ সালের ৪ মে বিজেপি করার অপরাধে তার ওষুধ দোকানের যাবতীয় আসবাবপত্র কম্পিউটার টিভি ভেঙ্গে দিয়েছিল জাহাঙ্গীর খানের দলবল। সেই সব ভাঙ্গা জিনিসপত্র দেখিয়ে তিনি বললেন, সবই আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যতদিন না রাজ্যে পরিবর্তন হচ্ছে, দুষ্কৃতীরা সাজা পাচ্ছে ততদিন এই সমস্ত ভাঙা জিনিস ফেলবো না। তবে এবার তিনি যারা ভাঙচুর করেছিল তাদের বিরুদ্ধে ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন। বেশ কিছু জায়গায় বিকালের দিকে চোখে পড়ল মহিলারা মনের আনন্দে গেরুয়া আবির মাখতে শুরু করেছে। ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডার জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। অনেকেই বলছেন, দেবাংশু পান্ডা ১ লাখেরও বেশি ভোটে জিততে চলেছেন। আগামী ২৪ মে নির্বাচনের ফলাফল জানা যাবে। ততদিন ফলতাবাসীকে একটু অপেক্ষা করতেই হবে।

বেহাল নদী বাঁধ

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, গঙ্গাসাগর মন্দির চত্বর সংলগ্ন সমুদ্র সৈকতে দীর্ঘদিনের ভাঙন সমস্যাও উঠে আসে বৈঠকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেলার সময়ের আগেই ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি পূর্বে যে সমস্ত সংস্থা এই কাজে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তাদের সঙ্গেও ফের আলোচনা করা হবে। বর্ষার আগেই নদী বাঁধ ও ভাঙন রোধের কাজ দ্রুত শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ভাগ্যের চাকা ঘোরার দিন গুনছেন

প্রথম পাতার পর

একারণে ট্রাফিক থেকে শুরু করে থানা রক্ষা, প্ল্যাটফর্ম ডিউটি, নৈশ প্রহরা সহ কম্পিউটার চালনা এমনকি কেস ডায়েরী লেখা পর্যন্ত সব কিছুতেই আজ সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়া গতি নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ার জানান, ‘আজ তেরো বছর ধরে ধাপে ধাপে আমাদের সাম্মানিক বেড়ে দশ হাজারে এসে ঠেকেছে। কিন্তু বাজারদর এত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই টাকায় জল গরমও হয় না।’ কিন্তু রাজ্য সরকার সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগের মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষাধিক ভোট করায়ত্ব করল বলে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের অভিমত। বিশ্লেষকরা আরও জানান, এই বিগত ১৩ বছরে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বয়সও বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি সংসারও ভারী হয়েছে অনেকেরই। তৃণমূল রাজ্য সরকার অবশ্য সিভিক ভলান্টিয়ারদের ৬০ বছর বয়সকে নিশ্চিত করেছেন চাকরির মেয়াদকাল হিসেবে। কিন্তু অশোকস্তম্ভ ব্যবহারের কোনও অনুমোদন দেয়নি। তাই তাদের ভাগ্য আজও ঝুলে রয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির তরফ থেকে বলা হয়েছিল, সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বেতন কাঠামোকে সম কাজ, সম বেতন–এর মর্যাদা প্রদানের। রাজ্যে বর্তমানে তৃণমূল সরকারের অপসারণ ঘটিয়ে এই প্রথম বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে সিভিক ভলেন্টিয়াররা আশায় বুক বেঁধে আছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার তাদের ভাগ্যের চাকা কবে উন্নতির দিকে ঘোরাবে, সেই দিকেই তাকিয়ে আছেন তারা।

বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

তা না হলে টেন্ডার এ ঠিকাদারদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না। ঠিকাদারদের অভিযোগ এই কোটি কোটি টাকা জাহাঙ্গীর খানের হাত ঘুরে ক্যামাক স্ট্রিটে যেত। তারা জানাচ্ছেন, সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করে বিভিন্ন নথিপত্র দেখে তাদের কাটমানির অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঠিকাদাররা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন। এই ঘটনায় জেলা পরিষদ জুড়ে একটা তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বাংলার তোলাবাজি

প্রথম পাতার পর

এসবের সঙ্গেও যোগাযোগ সেই নেতা মন্ত্রীদের। রাস্তায় তোলাবাজির আরও দুই উৎস হল পার্কিং ও হকার। কর্পোরেট কায়দায় এখানে লাগানো থাকে এজেন্ট। তারা তোলা সংগ্রহ করে কমিশন রেখে সিংহ ভাগ তুলে দেয় নেতাদের করকমলে। এভাবেই দিন থেকে রাত বাংলার রাস্তায় চলে কয়েক হাজার কোটি টাকার বেআইনি লেনদেন, যা আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

বাংলার তোলাবাজি কী শুধুই রাস্তাঘাটের আর্ট অফ লিভিং? না, গৃহস্থের গৃহে বা দোকানদারের দোকানেও এর অবাধ বিচরণ। নিজের বাড়ি সারাবেন, ভাড়াটে বসাবেন, দিতে হবে তোলা। দোকান কিনবেন, নির্ভয়ে ব্যবসা করবেন, তোলা না দিলে তা মোটেই সম্ভব নয়। এখানে বিচরণ নেতাদের আর্শীবাদধন্য মাঝারি তোলাবাজ দাদাদের। উচ্চস্তরের তোলাবাজ দাদাদের যাতায়াত বড় শিল্পের বাজারে। জমি কেনা থেকে কারখানার উৎপাদন, সবেতেই ভাগ থাকবে তোলাবাজদের যাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে পুলিশ–প্রশাসন–নেতা–মন্ত্রী। এটাই নাকি বাংলায় শিল্পায়নের শর্ত। গত ৫০ বছরে এদের নিয়েই নাড়াচাড়া করেছে বাম ও তৃণমূল নেতারা। বাম আমলে তোলাবাজরা ছিল নেতাদের এজেন্ট আর তৃণমূল আমলে তোলাবাজরাই নেতা। পঞ্চায়েত থেকে রাজ্যস্তরে এদের পদোন্নতি ঘটিয়েছে মমতাময়ী তৃণমূল যার নিট ফল চরম পতন।

এবার বাংলায় এক নতুন যুগের শুরু হয়েছে। যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা বাংলার ক্ষমতায় আনকোরা নতুন, কেন্দ্রীয় শাসকের সহায়ক শক্তি। ফলে এরা দ্বিগুণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তোলাবাজি উৎখাত করতে। রাজ্যজুড়ে ধরা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকার কুখ্যাত তোলাবাজদের। শুধু ধরপাকড়ে তোলাবাজি বন্ধ করা মুশকিল। বাংলা থেকে উপড়ে ফেলতে হবে তোলাবাজির শিকড়। তা না হলে এত লাফালাফি বৃথা।

বেসামাল তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

বাড়িতে বসে বসে মাঝে মধ্যে দলীয় সভা ও দু একটি বিবৃতি ছাড়া কিছুই যেন আর করার নেই। সাত লাখি সাংসদের ডায়মন্ড মডেলের ডায়মন্ড কেন্দ্র ফলতায় ডায়মন্ড প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও দলের দুই ষ্টার প্রচারক মমতা ও অভিষেক দিন কাটালেন বাড়িতে বসে। ফলতার সাধারণ মানুষ জাহাঙ্গীর ও তৃণমূলের স্থানীয় মাফিয়াদের কুকীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে, যা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। বেগতিক দেখে মাঠ ছেড়েছে জাহাঙ্গীর। তৃণমূলের কেউ তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তিনি বুঝেছেন, যে খুঁটির জোরে তিনি এতদিন মাফিয়ারাজ কায়েম করেছিলেন সেই খুঁটি নিজেই ভেঙে পড়তে চলেছে। এতদিনের সব বীরত্বের বিসর্জন হয়ে গেল ফলতায়।

এর মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র বেআব্রু হয়ে পড়ছে তৃণমূল নেতা–মন্ত্রীদের কুকীর্তি ও অবৈধ সম্পত্তি। বড়, মেজ, ছোট কাউকেই পুলিশ রেয়াদ করছে না। একদিকে চলছে ইডির অভিযান, অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের ছানবিন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে কোনও বার্তা না পেয়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন এতদিনের প্রভাবশালী নেতারা। নির্বাচিত বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল বাড়ি–ঘর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে আদালতের দ্বারস্থ। দিলীপ তো চুনোপুঁটি। দলের সম্পাদক সাংসদ অভিষেক নিজেই আদালতে গিয়ে ল্যাজে–গোবরে। বন্ধ হয়েছে বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা। বিচারপতি পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন তদন্তের স্বার্থে পুলিশের কাছে তাঁকে যেতেই হবে। আসলে তৃণমূলের ডালি উপচে পড়ছে দুর্নীতির বিষফলে।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তো দূর, স্বস্তি হারিয়ে গেছে তৃণমূলের অভ্যন্তরে। এতদিনের এক এবং অদ্বিতীয় নেত্রী মমতার ডাকা সভাতেও আসতে চাইছেন না বিধায়ক–নেতারা। বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে দুটি দলীয় কর্মসূচি হয়ে গেল, কিন্তু অনুপস্থিতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। গুঞ্জন শুরু হয়েছে তৃণমূল বিধায়করা নাকি দল বেঁধে অন্য পথে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে রেখেছে। তৃণমূলের দুর্নীতির স্তম্ভে শুভেন্দু একটু ধাক্কা দিতেই ভেঙে পড়ছে নেত্রীর গড়া সাধের পুরসভাগুলি। কলকাতা কর্পোরেশনের দিকে পা মাড়াচ্ছেন না তৃণমূলের পৌরনেতারা। চেয়ারম্যান মালা রায়কে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন করতে হচ্ছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম সব দায় ঝেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন। দুই শীর্ষকর্তার এই হাল দেখে মেয়র পারিষদ তারক সিং দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছেন। বন্ধ হয়ে গিয়েছে এমআইসিদের সভা এবং মাসিক পুর অধিবেশন। শুক্রবারেও মমতার ডাকা বৈঠকে হাজির হননি বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর। হালিশহর, ভাটপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলররা পদত্যাগ করে দলের এই দুর্দিনে মমতাকে ছেড়ে অন্য পথের যাত্রী। আগামী দু–একদিনে আরও পুরসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হতে চলেছে বলে জোর খবর। হাতছাড়া হতে চলেছেন নাকি অনেক নেতারাও।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সেনাপতি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রতিদিন বেজে উঠছে কারোর না কারোর বেসুরো বাঁশি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করছেন, এ বাঁশি থামাতে না পারলে তৃণমূলের ভাঙন সময়ের অপেক্ষা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, শুভেন্দু সুশাসনের ধাক্কার জোর আরেকটু বাড়ালে তৃণমূল বলে আর কিছু থাকবে না। মমতাকে ঘরে বসে দেখতে হবে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে তাঁর সাজানো সাম্রাজ্য।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৩ মে – ২৯ মে, ২০২৬

মেষ রাশি : আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু লোক এই সপ্তাহে আপনার কাজে বাধা দিতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাকে আপনার লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। আপনি অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবেন। আপনি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কাজেও ব্যস্ত থাকবেন। পুরোনো কোনো উদ্যোগ থেকে পাওয়া একটি ইতিবাচক ফলাফল আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে।

বৃষ রাশি : গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনি আপনার বাবা বা পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তির সমর্থন ও সহযোগিতা পাবেন। আপনার সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সময় কাটানো আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টি আনবে। গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয়ে আপনার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি কাজ করার মতো বিষয়গুলিতে আরও বেশি মনোযোগ দিন। পারিবারিক এবং আর্থিক কার্যকলাপ মসৃণভাবে চলতে থাকবে। আত্ম–প্রতিফলন এবং আত্ম–চিন্তায় কিছু সময় ব্যয় করুন। এটি আপনার সমস্যাগুলির সমাধান করবে এবং আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা আনবে।

কর্কট রাশি : আপনার স্বপ্ন পূরণের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। আপনার প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে। আপনি নিকটাত্মীয়দের সাথে একত্রিত হওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি শান্তি অনুভব করবেন এবং অতিরিক্ত খরচ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে হবে না। যারা বিদেশে ভ্রমণের চেষ্টা করছেন তারা কিছুটা আশা দেখতে পাবেন। নিজের ব্যক্তিগত কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন এবং অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো থেকে বিরত থাকুন।

সিংহ রাশি : কোনো নির্দিষ্ট কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য আপনাকে কিছুটা সংগ্রাম করতে হতে পারে, তবে সফলতার সম্ভাবনা প্রবল। কোথাও আটকে থাকা অর্থ উদ্ধারের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রবীণ সদস্যদের সাথে কিছু সময় কাটান। তাদের অভিজ্ঞতা মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে।

কন্যা রাশি : বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে চলমান ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের প্রচেষ্টা সফল হবে এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। যেকোনো চলমান ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে স্বস্তি মিলবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে সময় কাটালে মানসিক শান্তি আসবে। কিছু লোক আপনার কাজ নকল করতে পারে,

তুলা রাশি : একটি নির্দিষ্ট পারিবারিক সমস্যা পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। যদি আপনার বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কারের কোনো পরিকল্পনা থাকে, তবে তা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে এবং কিছু ফলও পাওয়া যেতে পারে। পারিবারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিকল্পিত কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন হওয়ায় আপনার উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। বাড়ি সংস্কার বা উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করা হবে। কেনাকাটার সময় আপনাকে অতিরিক্ত খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের সাথে উত্তেজনা বাড়তে পারে। কিছু সময়ের জন্য দুঃখ এবং নেতিবাচক চিন্তা আসতে পারে।

ধনু রাশি : সপ্তাহটি আনন্দদায়ক হবে। আপনার ব্যক্তিগত কাজগুলো সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন। একটি পারিবারিক সমস্যার সমাধান আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা ফিরিয়ে আনবে। আপনার মেজাজ সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ করা সবচেয়ে ভালো হবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়।

মকর রাশি : আপনি নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা করবেন। অতীতের ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হলে সম্পর্কের উন্নতি হবে। নিজের কাজের উপর বিশ্বাস রাখা এবং অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে। অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপনি নিজের ক্ষতি করতে পারেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠ কারো পরামর্শ নেওয়া সবচেয়ে ভালো হবে।

কুম্ভ রাশি : পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। এই আচরণ আপনাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলির মধ্যে আরও ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুকূল হতে পারে। যেকোনো প্রকল্প বা কাজ সম্পর্কিত নথিতে সাবধানে বিবেচনা করার পরেই স্বাক্ষর করুন। অহংকার পরিহার করুন।

মীন রাশি : গ্রহের চমৎকার অবস্থান বিরাজ করছে। বর্তমান সমস্ত কাজ পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করুন; সাফল্য নিশ্চিত। আপনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও ভাববেন। তরুণ–তরুণীরা তাদের প্রচেষ্টার অনুকূল ফল পাবে। কোনো ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা হতে পারে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় আপনার ক্ষতি হতে পারে।

শব্দবার্তা ৩৯২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. পিছনে ধাওয়া করা, পশ্চাদ্ধাবন ৪. বরফ, হিমানী ৬. গাছের ঝুরি ৮. তাপ, গরমের ভাব বা অবস্থা ৯. বল্লম ১১. ক্ষতির বিপরীত, উপকার ১৩. সবজি বিশেষ ১৫. সচরাচর, প্রায়।

উপর–নীচ

১. কনিষ্ঠ ভ্রাতা ২. সংশয় ৩. আধুনিক,নব্য ৫. রান্নাঘর ৭. শহর এলাকা, উপনগর ১০. পরিষ্কৃত, মুক্ত ১২. কথিত ১৪. বেড়, পরিধি।

সমাধান : ৩৯১

পাশাপাশি : ১. অধোবদন ৪. মৎসর ৫.ললিত ৭. পরোটা ৯. সংলাপ ১০. নয়নজল।

উপর–নীচ : ১. ছায়ামন্ডপ ২. অধ্বর ৩. বন্দিপাল ৬.তদুপলক্ষে ৮.টানটান ৯. সলিল।

ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হল রুদ্রনগর পিডব্লিউডি বাংলো থেকে। স্থানীয় বিজেপির নেতৃত্বের দাবি, ওই বাংলোটিতে দীর্ঘদিন ধরে শাসকদলের মদতে বিভিন্ন অবৈধ কাজকর্ম চালানো হচ্ছিল। রাজ্যে পরিস্থিতি বদলাতেই স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাংলোয় যান বিজেপি কর্মীরা। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ ত্রিপল ও জামাকাপড় উদ্ধার করে সাগর বিডিও অফিসে নিয়ে আসা হয়।

অন্যদিকে, বিজেপির আনা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তিনি জানান, উৎসবের মরসুমে

এবং জরুরি ভিত্তিতে দুস্থ মানুষকে সাহায্যের জন্যই ওই ত্রিপল ও এনজিওর দেওয়া জামাকাপড় মজুত রাখা হয়েছিল। বিধানসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে যাওয়ায় সেগুলি সময়ে বিলি করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ে তিনি আগেই বিডিও অফিসকে অবগত করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী প্রশাসনের প্রতিনিধিরাই এসে সামগ্রীগুলি নিয়ে গেছেন। নতুন সরকারের বিজেপি নেতাকর্মীদের মিথ্যা অপপ্রচার বন্ধ করে মানুষের সেবায় মন দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, ১৯ মে গঙ্গাসাগরে এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে সরকারি ত্রিপল, এসি নেট ও মাছের খাবার উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনসা দেবী জীবনতলার ১০৬ নম্বর বুথ এলাকায়। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যের নাম শেখ মান্নান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকার বাসিন্দারা আচমকাই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মান্নানের বাড়িতে চড়াও হয়। তল্লাশি চালাতেই বাথরুমের পাশ থেকে লুকানো অবস্থায় উদ্ধার হয় ৩ বস্তা এসি নেট, ১৬টি সরকারি ত্রিপল এবং বেশ কিছু মাছের খাবার। স্থানীয় বাসিন্দা মনিকা মণ্ডল ও মল্লিকা দাস জানান, আগে ওনার কাছে ত্রিপল চাইতে গেলে তিনি 'নেই' বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ নিজের বাড়িতে এত সরকারি জিনিস লুকিয়ে রেখেছেন। পুলিশের উপস্থিতিতে সমস্ত উদ্ধার হওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে বিডিও অফিসে জমা দেওয়া হয়। তবে অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার বা কোনো শাস্তি না দেওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মান্নান। তিনি জানান, আমার বাড়িতে বিজেপির কিছু লোক এসে আচমকা চড়াও হয়। আমার বসত ঘরে তিনটি এসি নেট, ৪টি নতুন এবং ১টি পুরনো ত্রিপল ছিল। তারা সমস্ত কিছু টেনেহিঁচড়ে বের করে মোবাইলে ক্যামেরা করতে থাকে। তিনি আরও দাবি করেন, আমি স্থানীয় মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি। ঈদের নামাজের সময় বিডিও সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে ৩–৪টি ত্রিপল নিয়ে আসা হয়েছিল। সামনে কুরবানি ঈদ আসছে, সেই সময় ব্যবহারের জন্যই এগুলি রাখা ছিল। বর্তমানে বিডিও সাহেব সমস্ত জিনিস রিসিভ করে অফিসে জমা নিয়েছেন।

এই ঘটনায় বিজেপির সাগর মণ্ডল ৩–এর প্রেসিডেন্ট রাজেশ জানা অভিযোগ করেন, 'জনগণের পরিষেবার জন্য আসা সরকারি জিনিসপত্র আত্মসাৎ করে ঘরে মজুত করে রেখেছিলেন ওই মেম্বার। ভোটের সময় এই সমস্ত সামগ্রী দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়েছে। এমনকি কিছু ত্রিপল তিনি চড়া দামে বিক্রিও করেছেন বলে আমাদের কাছে খবর রয়েছে। প্রশাসন গিয়ে মাল উদ্ধার করার পর ওই মেম্বার এলাকায় ফিরে এসে নতুন করে সন্ত্রাস চালাচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন।'

ভদ্রেশ্বরে পানীয় জলের সংকট

মলয় সুর, হুগলি : এই তীব্র গরমে জল সংকটে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে চাঁপদানি পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দাদের, সব মিলিয়ে ৫০টি পরিবারের বসবাস। কল রয়েছে, জল নেই, বাড়িতে জলের সংযোগের লাইন রয়েছে কিন্তু জল আসে না। প্রায় ২৫ দিন হয়ে গেল এলাকায় জল নেই, যেটুকু আসছে তা অপরিশোধিত জল আর এই চরম দুর্ভোগের সময় ভদ্রেশ্বর নয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দারা কার কাছে গেলে সমস্যার সুরাহা হবে

তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে এবং তার উপর পৌরসভার জলের গাড়ী আসেনি। দুর্ভোগের সময় কাউন্সিলর শ্রীকান্ত মণ্ডলকে না পেয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। এলাকার বাসিন্দারা বললেন, আগে জলের কোনও সমস্যা ছিল না, গত ২৫ দিন ধরে এই সমস্যা হচ্ছে, এখানকার বাসিন্দারা কাউন্সিলর থেকে শুরু করে পৌরসভায় জানিয়েছে কিন্তু কোন ও কাজ হয়নি। অসহ্য গরমে এই সামান্য পানীয় জলটুকুর পরিষেবা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ। চাঁপদানি পৌরসভার পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র আশ্বাস দিয়েছেন, সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, আশা করছি শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

আউশগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে আশাবাদী কলিতা মাজি

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলা। এই জেলারই 'জঙ্গলমহল' রূপে পরিচিত আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রেও এবার পরিবর্তনের ঢেউ। বিধানসভা নির্বাচনে এখানে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি। গতবার এখানে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভেদানন্দ থান্দার। রাজ্যজুড়ে পরিবর্তনের জোয়ারে ভাসলো আউশগ্রামও। এই পট পরিবর্তনের সঙ্গেই এলাকাবাসীর প্রত্যাশার পারদও চড়তে শুরু করেছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নিকাশীব্যবস্থা, পানীয়জল, সেচব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবা, শিক্ষাকেন্দ্র, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের দাবি উঠছে নবগঠিত রাজ্য সরকারের কাছে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত আশাবাদী নবনির্বাচিত বিধায়ক কলিতা মাজি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় আউশগ্রামের কোনায় কোনায় অনুন্নয়নের ছাপ ছিল। পর্যাপ্ত পানীয়জলের অভাব, মাটির রাস্তায় অতিকষ্টে যাতায়াত, রান্নার জন্য অসংখ্য মানুষ জঙ্গলের কাঠ, ঘুঁটে প্রভৃতি জ্বালানীর ওপর নির্ভর করত। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো তখন কার্যত স্বপ্ন ছিল। প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা ন্যূনতম সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। বাম আমলে এই পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন হলেও ঘাটতি ছিল অনেকখানি। যা নিয়ে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মনে ক্ষোভ জমছিল। সেই ক্ষোভের কারণে একসময় তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড লাভ করে এবং এলাকায় ঘাসফুলের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে আউশগ্রামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়। অসংখ্য মাটির রাস্তা পাকা হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় পানীয়জল পৌঁছে গিয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সেচ, পরিবহণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে এলাকাবাসী।

যদিও এই সব উন্নয়নমূলক

কাজকর্ম সহ নানাবিধ জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগে সাধারণ মানুষের একাংশের মনে ক্ষোভের পারদ জমছিল। সেই ক্ষোভেরই কার্যত বহিঃপ্রকাশ ঘটে গেল এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এবং একেবারে চমকপ্রদ উত্থান হল কলিতা মাজির। পরিচারিকা থেকে বিধানসভার অলিন্দে। ইতিমধ্যেই তিনি বিধানসভায় মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছেন। আউশগ্রামের গুসকরা পুরসভা এলাকার বাসিন্দা কলিতা মাজি দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচারিকার পেশায় যুক্ত ছিলেন। ৩৮ বছর বয়সী এই গৃহবধূর স্বামী সুব্রত মাজি পেশায় একজন কলমিস্ত্রী। গৃহশিক্ষায় শিক্ষিত অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের কলিতা মাজি বিজেপির হাত ধরেই রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ করেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আউশগ্রাম কেন্দ্রেই বিজেপি কলিতা মাজিকে প্রার্থী করেছিল। তার সমর্থনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচারে এসেছিলেন। তবে, সেবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভেদানন্দ থান্দারের কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এবারও বিজেপি কলিতা মাজির ওপরই ভরসা রেখে তাকে পুনরায় আউশগ্রামেই প্রার্থী করে এবং তিনি সাড়ে ১২ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। কলিতা মাজি বলেন, 'আউশগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।' বিধায়কের স্থানীয় সহকর্মী প্রদীপ তিওয়ারী বলেন, 'জঙ্গলমহল' আউশগ্রামে এখনও অনুন্নয়নের ছাপ স্পষ্ট। রাস্তা থেকে শুরু করে পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা সবেতেই এলাকাবাসী কার্যত বঞ্চনার শিকার। আশা করি দিদির(বিধায়ক) হাত ধরে এবার সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে।

মাদক চক্রের নতুন স্বর্গরাজ্য

অন্ধকারে যুবসমাজ

পার্থ কুশারী, চম্পাহাটি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চাম্পাহাটি। কিন্তু এই এলাকায় বছরের পর বছর ধরে পরিচিতি পাল্টাচ্ছে এক অন্ধকার জগতের হাত ধরে। অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে চাম্পাহাটি স্টেশন ও তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে রমরমিয়ে চলছে মাদক করবার। দিনের আলো নামতেই চেনা চাম্পাহাটির আড়ালে সক্রিয় হয়ে উঠেছে নিষিদ্ধ মাদকের এক বিশাল চক্র।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার কিছু নির্দিষ্ট পকেট এখন কেনাবেচার মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। শুধু স্থানীয় যুবকরাই নয়, এলাকার আশেপাশের গ্রাম থেকেও বহু মাদকাসক্ত ও নিয়মিত এখানে যাতায়াত করছে। এর ফলে একদিকে যেমন এলাকার চুরি উপদ্রব বাড়ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা এই মরণনেশার জালে জড়িয়ে পড়েছে। অল্পবয়সী তরুণদের লক্ষ্য করে মোবাইল আপ এবং গোপন কোড ল্যাংগুয়েজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নেটওয়ার্ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পুলিশ মাঝেসাজে তল্লাশি চালালেও মূল পান্ডারা অধরাই থেকে যাচ্ছে। চাম্পাহাটিকে মাদকমুক্ত করতে প্রসানকে আরও কঠোর এবং স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার জোরালো দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।—সম্পাদক

পাণ্ডে ইন্ডাষ্ট্রীজ বন্ধ হলো দু'শ পরিবার অনাহারের সম্মুখীন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ভারত সরকারের শিল্প পুনরগঠন সংস্থা (আই.আর.সি.আই) টালিগঞ্জের বাঁশদ্রোণীর পাণ্ডে ইন্ডাষ্ট্রীজ নামক শিল্প সংস্থাটিকে গত ২৬শে নভেম্বর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে প্রায় দুইশত শ্রমিক কর্মচারীর জীবনে গভীরতর অনিশ্চয়তা ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আই.আর.সি.আই এই কারখানার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁরা কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে আদৌ দৃষ্টি দেননি। জানা গেল, কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি মাসে ৬ হাজার ইউনিট (ফ্যান)। কিন্তু আই. আর. সি. আই এর তিন বছর পরিচালনায় সর্বসাকুল্যে মাত্র ৪ হাজার ইউনিট উৎপাদন হয়েছে। পাণ্ডে ইন্ডাষ্ট্রীজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ানের সাধারণ সম্পাদক এহরেন্দ্র মোহান্ত জানালেন, আই আর সি আই আমলাদের অপদার্থতার পূর্ণ তদন্ত হওয়া দরকার। প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সেজন্য অবিলম্বে পাণ্ডে ইন্ডাষ্ট্রীজ খোলার দাবী সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে।

১০ম বর্ষ, ২২ মে ১৯৭৬, শনিবার, ২৩ সংখ্যা

হাওড়ার বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি

সুমন আদক, হাওড়া : ১৮ মে হাওড়া পুরসভার ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের শরৎ চ্যাটার্জী রোডের একটি বহুতলের বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করল প্রশাসন। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি হওয়া ওই বহুতলে এদিন সকাল থেকেই চলে বুলডোজার। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শরৎ চ্যাটার্জি রোডের ওই বহুতলটির ক্ষেত্রে মাত্র 'জি প্লাস ১' অর্থাৎ একতলা বাড়ি তৈরির অনুমতি ছিল। কিন্তু সমস্ত নিয়মকে থোড়াই কেয়ার করে সেখানে রমরমিয়ে উঠছিল ৫ তলা বহুতল, রাস্তার মুখে নিয়মমাফিক ৩ ফুট জায়গাও ছাড়েননি প্রোমোটার।

বহুতলটি ভাঙার দায়িত্বে থাকা পুরসভার কর্মী উদয় শঙ্কর পাল জানান, আমাদের কাছে উপর মহল থেকে ভাঙার স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। বাড়িটির মালিককে ফোন করে ডাকা হলেও তিনি আসেননি। তাই একজন বাসিন্দার উপস্থিতিতেই কাজ শুরু করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সোমা কর্মকার জানান, 'আমাদের ফ্ল্যাটের প্রায় গা ঘেঁষেই নিয়ম না মেনে তৈরি হচ্ছিল এই বহুতলটি। প্রোমোটারকে বারবার বলা সত্ত্বেও কাজ না থামায়, তারা বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন।' বাসিন্দা সৈকত চক্রবর্তী বলেন, 'বর্তমানে পুরবোর্ড না থাকায় অনুমোদন দেওয়ার কেউ নেই। তারই ফায়দা তুলে এক দেড় বছর ধরে এই বেআইনি কাজ চলছিল। নতুন সরকার আসার পরেই এই পদক্ষেপ করা হল। এতে আমরা স্বস্তিতে।'

১৮ মে হাওড়া পুর এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে গত ১৯৮৪ থেকেই পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুললো 'জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সংগঠন'। সংগঠনের দাবি, শুধু তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড নয়, বাম আমল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত বেআইনি নির্মাণের তদন্ত করতে হবে এবং হিসেব দিতে হবে। সোমবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের সদস্যরা জানান, হাওড়া পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরেই নিয়ম ভেঙে একাধিক নির্মাণ হয়েছে। তাই শুধুমাত্র তৃণমূল আমলের বেআইনি নির্মাণের তালিকা প্রকাশ করলেই চলবে না, বামফ্রন্ট

পরিচালিত পুরসভার সময়কালেও কোন কোন নির্মাণ আইন মেনে হয়নি, তারও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই হুইসেলব্লোয়ার্স সংগঠনের তরফে বাম সমর্থিত আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জী এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের আমলে হওয়া বেআইনি নির্মাণের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেই সমস্ত নির্মাণ আইন মেনে ভেঙে দেওয়ার দাবিও তুলেছিলেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী ইন্দ্রনীল বসু, প্রীতম ঘোষ, সুস্মিতা চক্রবর্তী, সৌম্যজিৎ মুখার্জী, বিপ্রতীপ মিত্র, অংশুমান দত্ত, রোহিত দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংগঠক রানা রাও।

সরকারি সুবিধা দেওয়ার নাম করে তোলাবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ কাকদ্বীপ বিধানসভার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাদাভাঙা তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য কাশিনাথ মাইতির নামে। স্থানীয় বাসিন্দা মদনলাল প্রধানের অভিযোগ, ২০২৩ সালে সরকারি আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে তার থেকে ২০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে ৫ হাজার টাকা করে ৪ দফায় ওই টাকা দেন তিনি। কিন্তু এতদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনো ঘর পাননি। রাজ্যে পরিবর্তনের পর তিনি টাকা ফেরত চাইলে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পঞ্চায়েত সদস্য।

এলাকার আরও এক বাসিন্দা মন্টু কয়ালও একই ধরনের অভিযোগ তুলেছেন। তার দাবি, প্রথমে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা দাবি করা হয়। পরে তাকে ২০ কিলো মাংস দেওয়ার কথাও বলা হয়। কিন্তু তিনি সেই দাবি না মানায় বিভিন্ন সময়ে তাকে হেনস্থা করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে যদি এভাবে টাকা তোলা হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত। তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

বাড়িতে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : ১৭ মে হাওড়ার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের কাশমলি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জলি দলুইয়ের বাড়ি ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষ। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে জব কার্ডের টাকা নিজেদের বাড়িতে রেখে দেওয়ার পাশাপাশি সেই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। এর পাশাপাশি আবাস যোজনায় কাটমানি নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। বাড়িতে ভাঙচুর ও তালা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়পুর থানার পুলিশ, মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি।

আলো নিভিয়ে হামলার অভিযোগ

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে ফের উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের হাওয়া ভাটা এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হওয়ার অভিযোগ উঠল অন্তত ৩ জনের। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, ১৯ মে রাতে এলাকার একটি মন্দিরে নিয়মিত পূজা দিতে যান অশোক ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি। সেই সময় এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে লোহার রড, বাঁশ, হাতুড়ি–সহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজনকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয় বলেও দাবি স্থানীয়দের। হামলার জেরে গুরুতর জখম হন অশোক ভট্টাচার্য। হাতুড়ি দিয়ে তার বুকে আঘাত করার ফলে পাঁজরের হাড়ে গুরুতর চোট লাগে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সময় বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন এলাকার আরও ২ জন মহিলা। তাদের মারধরের পাশাপাশি শ্লীলতাহানির অভিযোগও উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, হামলার সময় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় এলাকায়। চিৎকার শুনে স্থানীয়রাই আহতদের ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে পৌঁছান ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার। হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপর ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার বলেন, 'পরিকল্পিতভাবেই এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ অশোক ভট্টাচার্য্যকে খুনের চেষ্টা করেছে। তাকে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছে। হাতুড়ি দিয়ে বুকের অংশে আঘাত করা হয়েছে, যার ফলে পাঁজরের হাড় ভেঙে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ২ জন মহিলাকেও মারধর করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা গোটা বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এনেছি। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এলাকায় যাতে শান্তি বজায় থাকে এবং সাধারণ মানুষ নিরাপদে থাকতে পারেন, সেই বিষয়েও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরি।'

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ছোটখাটো অশান্তির পরিবেশ ছিল, যা মঙ্গলবার রাতের ঘটনায় বড় আকার নেয়।

কেষ্টর বাড়ির সামনে ঢাক বাজানোকে ঘিরে তপ্ত বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধ, বোলপুর : বীরভূমের রাজনীতিতে একসময় যার নাম উচ্চারিত হত দাপট, প্রভাব ও বিতর্কের সমার্থক হিসেবে, সেই অনুব্রত মণ্ডলের বহুল আলোচিত 'চরাম চরাম' মন্তব্য যেন এবার তার নিজের বাড়ির সামনেই ফিরে এল অন্য এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। ১৭ মে বোলপুরে বিজেপির বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে অনুব্রত মণ্ডলের বাড়ির সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে ঘিরে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চর্চা ও জল্পনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিজেপির কর্মী–সমর্থকেরা দলীয় পতাকা, আবির এবং ঢাক–ঢোল নিয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বিজয় মিছিল বের করেন। মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে অনুব্রত মণ্ডলের বাড়ির সামনে পৌঁছতেই পরিস্থিতি হঠাৎই রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সেই সময় মিছিলে অংশ নেওয়া কর্মী–সমর্থকদের একাংশ জোরে ঢাক বাজাতে শুরু করেন এবং 'চরাম চরাম' স্লোগান তুলতে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনার পারদ চড়ে যায়। তবে এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে সুমিত মণ্ডলের নাম। এলাকায় তিনি অনুব্রত মণ্ডলের ভাইপো হিসেবেই পরিচিত। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সুমিত মণ্ডলও ওই বিজেপির বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এবং কাকার বাড়ির সামনে ঢাক বাজানোর ঘটনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি নিছক একটি বিজয় মিছিলের ঘটনা নয়। বরং বীরভূমের রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের এক স্পষ্ট বার্তা। দীর্ঘদিন ধরে অনুব্রত মণ্ডলের প্রভাববলয়ের জন্য পরিচিত এই জেলায় এমন দৃশ্য রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন অনেকে। বিজেপির দাবি, গণরায় এবং পরিবর্তনের উচ্ছ্বাস থেকেই এই বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। বীরভূমের মানুষ এখন ভয়মুক্ত পরিবেশে নিজেদের মত প্রকাশ করছেন এবং এই উদযাপন সেই পরিবর্তনের প্রতীক।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ এই ঘটনাকে রাজনৈতিক উস্কানি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রদর্শন বলেই ব্যাখ্যা করেছে। সব মিলিয়ে অনুব্রত মণ্ডলের বাড়ির সামনে বিজেপির ঢাকের বাদ্য ও 'চরাম চরাম' স্লোগান ঘিরে তৈরি হওয়া এই রাজনৈতিক আবহ এখন বীরভূমের চায়ের দোকান থেকে রাজনৈতিক অন্দরমহল– সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

বোলপুরে টোল ট্যাক্স বিতর্কে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : বীরভূমের বোলপুরে টোল ট্যাক্স আদায়কে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বোলপুর ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় চলা টোল আদায় নিয়ে এবার সরব হয়েছে বিজেপি। দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এই টোল আদায় ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এর পিছনে পৌরসভার শীর্ষ নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ মদত ছিল। ১৭ মে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা সুমিত মণ্ডল তুলে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বেআইনিভাবে টাকা আদায় করা হয়েছে। তার দাবি, পৌরসভার চেয়ারম্যানের অনুমোদনেই এই টোল আদায়ের কাজ চলত এবং চেয়ারম্যানের স্বামী, যিনি কোর কমিটির সদস্য হিসেবেও পরিচিত, অলিখিতভাবে পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কাজকর্ম পরিচালনা করতেন।

সুমিত মণ্ডল প্রশ্ন তোলেন, 'যদি টোল আদায় বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর হঠাৎ করেই কেন সেই টোল আদায় বন্ধ হয়ে গেল? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ রয়েছে। সাধারণ মানুষ জানতে চাইছেন, এতদিন ধরে আদায় হওয়া সেই অর্থ কোথায় গেল এবং কার নির্দেশেই বা

এই ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছিল?' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই এই টোল আদায়ের বিরুদ্ধে সরব ছিল। তবে প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকায় সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর প্রশাসনের মাধ্যমে পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন সুমিত মণ্ডল আরও বলেন, 'সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে টাকা তোলা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব জনসমক্ষে আনতে হবে। যদি প্রমাণিত হয় এই অর্থ বেআইনিভাবে আদায় করা হয়েছে, তাহলে যাদের কাছে সেই টাকা রয়েছে তাদের কাছ থেকে তা উদ্ধার করে জনগণের স্বার্থে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

এই অভিযোগ সামনে আসতেই বোলপুরের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, টোল ট্যাক্স ইস্যুকে সামনে রেখে আগামী দিনে বোলপুরের রাজনীতিতে সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে। যদিও এ বিষয়ে পৌরসভার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন রাজনৈতিক মহলের নজর প্রশাসনের ভূমিকার দিকে। তদন্ত আদৌ শুরু হয় কি না এবং অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে বোলপুরবাসী।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২৩ মে – ২৯ মে, ২০২৬

মত প্রকাশের খোলা হাওয়া

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কর্মীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ফরমানটি প্রকাশ করা হয়। সরকারি বেতন প্রাপ্ত এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের এমন কী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মীরা সংবাদ মাধ্যম বা অন্য কোন গণমাধ্যমে নথিপ্রকাশ বা মত প্রকাশ করতে পারবেন না। এই মর্মে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরেই সামাজিক মাধ্যমে তুমুল আলোড়ন ওঠে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মীরা বিশেষ করে শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন বিভিন্ন গ্রুপে অবিলম্বে 'কালা কানুন' প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হন। উল্লেখ্য বাম আমলে ১৯৮০ সালে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিস রুল'–এ সরকারি কর্মীদের প্রকাশ্যে কোনও গণমাধ্যমে মত প্রকাশ করলে তার আগাম অনুমতির প্রয়োজন ছিল। বাম আমল এবং তৃণমূল আমলে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত এই বিজ্ঞপ্তি। এই সরকার ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে পরেই কিছুটা সংশোধন করেছেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম বিধানসভা অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, বিরোধীপক্ষকে যথাযথ সময় দেওয়া হবে। অর্থাৎ বিধানসভায় আগের মত বিরোধী বক্তব্যকে অবজ্ঞা করা হবে না। গণতন্ত্রে বিরোধীপক্ষ সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে যা সর্বদাই কাম্য। অতীতে বিরোধী কণ্ঠ একদা রুদ্ধ করেছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেই জরুরী অবস্থার ঘটনা আজও সংসদীয় ইতিহাসের কলঙ্ক। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে ভারতের সংবিধান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে ১৯(১)'ক' ধারায়। প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। পরবর্তী ধারাগুলিতে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় সীমাবদ্ধতা তা বলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগের নিষেধাজ্ঞার নির্দেশনামা সংশোধন করায় শিক্ষক সমাজে স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সরকারি বেতনভূক। তাদের ক্ষেত্রেও মত প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা কেন জারি হবে না। ভিন্ন মতের দর্শন ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিরল নয়। চার্বাক দর্শন তার মধ্যে অন্যতম। গঠনমূলক বিরোধিতা গণতন্ত্রকে মজবুত করে।

বিশ্বকে 'বিশ্বগ্রামে' পরিণত করেছে আধুনিক ইন্টারনেট–এর নানা অগ্রগতি। সমাজমাধ্যমের কল্যাণে মত প্রকাশের খোলা জানালা এখন আর সংবাদপত্রের পাঠকদের কলমে সীমাবদ্ধ নেই। তথাকথিত বড়বড় গণমাধ্যমের একচেটিয়া কর্পোরেট ধ্যানধারণায় ধাক্কা লেগেছে সমাজ মাধ্যমের সার্ব্বজনীনতায়। একসময় জনপ্রতিনিধিরা দিব্যি কথা পাল্টে দিতেন। বর্তমানে অডিও–ভিডিও আর রিলের যুগে সে সব দিন আজ অতীত। ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল 'ভয় আউট–ভরসা হন'। সেই ভয়মুক্ত ভরসাযুক্ত পশ্চিমবাংলায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেন কোনও অবস্থায় ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে নজরদারি প্রয়োজন, পূর্বতন সরকার সংবাদপত্রে এমনকী প্রেস ক্লাব, সাংবাদিকদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সংস্কৃতির দিন শেষ হোক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

চিতিশক্তি দেশ, কাল, স্পন্দন দ্বারা উদ্দিপ্ত হয়ে সঙ্কল্প অনুযায়ী জগৎ আকার ধারণ করেন। হে বীর! ক্ষেত্র শব্দের অর্থ শরীর। ক্ষেত্র বা বাহ্য ও অন্তঃশরীরকে ঐ চৈতন্য জানেন, তাই তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। চিতিশক্তি বিকল্পবলে আকৃতিসম্পন্ন হন এবং দেশ–কাল–ক্রিয়া তাঁকেই আশ্রয় করে, তাই চিতিশক্তি মহাজ্ঞানী। তা সত্ত্বেও সেই চৈতন্যই বাসনার অনুবর্তন ক'রে অহংকারভাব গ্রহণ করেন। এই অহংকারই নিশ্চয়াত্মিক কল্পনায় কলুষিত হয়ে বুদ্ধি নাম ধারণ করেন। বুদ্ধি সঙ্কল্প–মনন ক'রে মন উপাধি ধারণ করে। মনই ঘনীভূত বিকল্পশক্তিতে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়সমূহের রূপ ধারণ করে। ইন্দ্রিয় গঠিত শরীর মাতৃগর্ভে লালিত হয়ে, যথাকালে ভূমিষ্ঠ হলে স্থূল জীবত্ব ব্যবস্থা শুরু হয়। এইভাবে চিতিশক্তি জীবভাবে প্রভাবিত হয়ে আত্মবিস্মৃত ও যাবতীয় দুঃখ এবং বন্ধনদশায় আবদ্ধ হয়। অবিদ্যার বশে নানা দোষে জীব কলুষিত হলেও তার চিৎস্বরূপতায় কোন পরিবর্তন বা বৈগুণ্য হয় না। কারণ চিৎ স্বরূপতঃ অপরিণামী, নির্বিকার। সঙ্কল্পবশে জীব অহংকারময় হয়, অহংকার হতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হতে মন আকারিত হয়। মনের নানা প্রকার ইচ্ছায় সেই জীব দুষ্ট হয়ে নিরন্তর নানান দুঃখে জর্জরিত হয়, নিজেকেই নিজে জালবদ্ধ করে। আত্মাও নির্বিকার হয়ে সেই বন্ধনে নিজেকে বদ্ধরূপে দেখতে থাকে। সেই সময় বিদ্যাতত্ত্ব অনুপস্থিত থাকে। বাসনাবদ্ধ আত্মা তখন নিজের অকর্তাস্বরূপ বিস্মৃত হয়। এইভাবেই চিত্তই মোহে, বিবশতায়, দুঃখকাতরতায় ও তৃষ্ণায় জরা–ব্যাধি–মৃত্যুরূপ পরিণাম ভোগ করে। হে অমর। তুমি তোমার মনকে শরীরসম্পৃক্ত ক'রে কেন নিজ স্বরূপ ভুলে গেছ, তা বিচার কর। বাসনা–কল্পনা যে এর মূল, তা বুঝে নিজেকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার কর। এই বন্ধন আকাশনগরের মত মিথ্যা। এই মিথ্যার জগতে দুঃখজালে বদ্ধ হয়েও যে ব্যক্তি ব্যাথিত হয় না, সে মানুষের আকৃতি প্রাপ্ত হলেও ইতর রাক্ষসতুল্যই বটে।

বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম। ঝর্ণা হতে নির্গত রাশি রাশি জলবিন্দুর মত ব্রহ্মসাগর হতে যে অগণন জীব জন্মে চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

গত পঞ্চাশের ধ্বংস পদাবলী / ২

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

স্কুল সার্ভিস কমিশনের চাকরিচ্যুতদের এবং নার্সিং কলেজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আর্তনাদকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার চরম অবজ্ঞা ও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভ পুলিশ বাহিনী দ্বারা নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। তৃণমূল বিধায়ক, মন্ত্রী ও নেতাদের দ্বারা বাজারে যথেচ্ছভাবে চাকরি বিক্রির যে অপকর্ম চলছিল, তাকে নির্বিঘ্নে চলতে দেওয়া হয়েছে; এর মাধ্যমে তারা মেধাবী ও অযোগ্য–উভয় ধরণের প্রার্থীর কাছ থেকেই অর্থ উপার্জন ও চাঁদাবাজি করেছে। কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ও কলঙ্কিত এমন কিছু কারাবন্দীকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার টিকিট দেওয়া হয়েছিল; যা প্রমাণ করে যে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রী ও বিধায়কদের দুর্নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও প্রশ্রয় জুগিয়েছিলেন। বালি ও অবৈধ সম্পত্তি বিক্রি, গোরু পাচার, রেশনের খাদ্যসামগ্রী আত্মসাৎ, চাকরি বিক্রি এবং সুবিধাভোগী, ঠিকাদার ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে 'কাটমানি আদায়ের মাধ্যমে অর্থ লুটের ফলে তৃণমূল সরকার বাংলার জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তৃণমূল সরকার রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থার পেট ও হৃদপিণ্ডে বারবার ছুরিকাঘাত করেছে–যতক্ষণ না এটি তার সংবেদ, জীবনীশক্তি ও শ্বাস–প্রশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব; উন্নয়ন তহবিলের স্বল্পতা; ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; পরিচালন সমিতি বা গভর্নিং বডিতে দলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ; চেক স্বাক্ষরের জন্য প্রবল চাপ এবং শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক ও নেতাদের অনধিকার চর্চা ও হস্তক্ষেপ–বাংলার শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচরদের দ্বারা অশালীন শব্দচয়ন ও সরাসরি ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রবর্তন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে মুছে দিয়েছে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলার সর্বত্র তাঁদের দলের হাজার হাজার নেতা একই আচরণ শুরু করেন; যার ফলে তাঁদের দলীয় ক্যাডারদের দ্বারা প্রতিপক্ষদের প্রতি গালিগালাজ, হুমকি এবং হত্যার মতো ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং, দাঙ্গা–হাঙ্গামা, বিক্ষোভ, মারধর, হত্যাকাণ্ড এবং হুমকির মতো ঘটনার সম্পূর্ণ দায়ভার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং তথাকথিত 'ডায়মন্ড মডেল–এর প্রবক্তা হিসেবে যিনি পরিচিত তাঁর কাঁধেই বর্তায়। তাছাড়া, এসডিও স্তর থেকে শুরু করে ডিএম এবং সিএম–এর প্রশাসনিক বৈঠকগুলোতে বিরোধী দলের নেতাদের আমন্ত্রণ না জানানো বা ব্রাত্য করে রাখা বর্তমানে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে।

শ্রীমতি ব্যানার্জীর প্রশাসনের অধীনে রাজ্যের সচিব এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের নাম ধরে সম্বোধন করার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল–তা তাঁর পূর্বসূরিদের কেউই কখনও করেননি। অসম্মান প্রদর্শনের সংস্কৃতি এবং এক ধরনের তোয়াক্কাহীন মনোভাব–এসব কিছুই তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অচিরেই রাজ্যের সর্বত্র তাঁর দলের কর্মীরা এই প্রবণতাটি গ্রহণ করে এবং তা অনুসরণ করতে শুরু করে। তাঁর প্রশাসনিক বৈঠকগুলোতে শীর্ষস্থানীয় আমলা ও উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের যেভাবে উপস্থিত করা হতো এবং তাঁদের সঙ্গে যে আচরণ করা হতো, তা ছিল সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং প্রোটোকল–বহির্ভূত। রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের দলে ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশ কমিশনার এবং একদল সুদর্শন চলচ্চিত্র তারকা। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তিনি প্রকৃতই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমকক্ষ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তা ছিল জনসমক্ষের আড়ালে নিজের অন্তর্নিহিত কদর্য চক্রান্তগুলোকে গোপন রাখার একটি কৌশল। ভারতের প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ মহলের কাছে তাঁর চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের মানসিক বিকার বা 'ম্যানিয়া এবং হীনমন্যতার সুস্পষ্ট লক্ষণ ধরা পড়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া ভারতের ইতিহাসে অন্য কোনো রাজ্য সরকার বা ব্যক্তি কর্তৃক হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার এমন নজির আর কখনো দেখা যায়নি। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎকালের ইতিহাসে তাঁর সৃষ্ট এই ঘটনাটি অন্যতম জঘন্য ও বিস্ময়কর একটি দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয়, সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা আটকে রাখার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি টাকার অপচয় করেছেন তিনি–ই। একইভাবে, বালি মাফিয়া, রেশন মাফিয়া, গরু পাচারকারী চক্র, তৃণমূল কংগ্রেস–পৃষ্ঠপোষিত দুষ্কৃতীদল, অবৈধ জমি দখলদার এবং আইন লঙ্ঘনকারী সহ অন্যান্য অপরাধীদের প্রশংসা করে তিনি তাদের সরাসরি মদত জুগিয়েছেন; এমনকি রাজ্য হাইকোর্ট ও ভারতের সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক–প্রাপ্ত আইনজীবীদের নিয়োগ করে তাদের আইনি সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে তিনি সরকারি কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এবং একইসাথে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টি হলো, তিনি অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখের ছদ্মবেশে এমন কিছু তোষামোদকারীকে নিজের বশবর্তী করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ – উভয় মাধ্যমেই অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কৃপায় উচ্চপদ ও মোটা অঙ্কের বেতন–ভাতা ভোগ করে কতিপয় বুদ্ধিজীবী শেষমেশ নীরবতা অবলম্বন করেন; এর মধ্য দিয়ে তারা কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর 'কেনা গোলামে পরিণত হন এবং তাঁর সমস্ত বেআইনি কাজ ও মিথ্যাচারকে সমর্থন করেন। পরিশেষে, যা ঘটার কথা ছিল, ঠিক সেটাই ঘটল। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস দল পরাজিত হয় এবং রাজ্যে একটি সংখ্যালঘু দলে পর্যবসিত হয়। জনগণ একযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টিকেই বেছে নেয়।

ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকার রবীন্দ্র জয়ন্তীর শুভলগ্নে (৯ মে, ২০২৬) শপথ গ্রহণ করে। এই নতুন সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা বিপুল; যার মধ্যে প্রধানতম হলো – উপরে উল্লিখিত সেইসব নেতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি রোধ করা এবং সৌজন্যবোধ–সমৃদ্ধ এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রবর্তন ঘটানো। এছাড়া শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন (শূন্য সহনশীলতা নীতি), আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সাধন এবং এর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করাও জনগণের অন্যতম প্রত্যাশা। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ জনগণ, সরকার এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর উচিত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়া। সমগ্র জনগণের সামনে আজ একটিই লক্ষ্য থাকা উচিত–আর তা হলো ২০৪৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে একটি 'বিকশিত বাংলা–য় রূপান্তরিত করা। **শেষ**

নারীর ফ্রি হলেও বাসভাড়ায় প্রতারিত আমআদমি

সুবীর পাল

শুনো শুনো ভাইসব শুনো দিয়া মন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন কিছুক্ষণ। মহিলাদের ভ্রমণে টিকিট লাগিবে না আর। রাজ্য সরকারী বাসে উঠিলে এ নিয়ম লাগু এবার।

বাহ্ বাহ্ এতো চমৎকার ঘোষণা। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন, আহা হয়েছি স্বাধীন। এতো সেই মহিলা উন্নয়নের অঘোম বাক্যসম, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার? হ্যাঁ আজকের বঙ্গজ নারীর আনন্দের স্বাধীনতা পালনের বিশেষ অধিকার বলবৎ হয়েছে বাংলা অস্মিতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিটি দিগন্তে নবান্নের গৈরিক ক্যাবিনেট সভা থেকে, ২০২৬ সালের ১১ মে তারিখে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরহিত্যে।

'সবই তো ভালোই হইলো গিয়া। কিন্তু পরন্তু...। আমজনতার লগে কি হইবো?' মানে মানে? প্লিজ একটু দাঁড়ান তো। কি যেন বললেন, কিন্তু পরন্তু সঙ্গে আবার আমজনতার কি হবে, মানে? এ আবার কোন ধরনের হেঁয়ালি কথাবার্তা শুনি। এদিন তো আমাদের নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শপথ গ্রহণের পর নবান্নে গেলেন। রাজ্য সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক সারলেন। সবশেষে সাংবাদিকদের সামনে বহু জনমুখী প্রকল্প লাগু করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। একইসঙ্গে তিনি এও জানালেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে, এবার থেকে আমাদের রাজ্যে চলমান সরকারি বাসে মহিলারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। এর জন্য নারীদের কোনও রকমের টিকিট কাটার প্রয়োজন নেই। এটা সরকারি সিদ্ধান্ত।

রাজ্য পরিবহনের ক্ষয়িষ্ণু বেহাল অবস্থার মধ্যেই এই ঘোষণা যেন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল নারীর নিজস্ব বাঙালিয়ানা স্বভিমানের একান্ত সমর্থনে। ফলে বং নন্দিনী তো এই ঘোষণায় কুল কুল ফুল বিন্দাস বলাই যায়।

দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ যাবৎকালে রাজ্য পরিবহণ মানচিত্রে এতকাল রাজ্য সরকারি বাসে চাপলে নারীদেরও পরিষেবা নিতে গেলে 'ছাড়ো কড়ি মাখো তেল' শর্তে ভ্রমণ করতে হতো। ফলে সরকারের এই নয়া নির্দেশিকা আদতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বাস সংক্রান্ত পরিবহণ ব্যবস্থার এক নতুন দৃষ্টান্তের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত অবশ্যই হয়ে রইলো। এই পরিকল্পনাটি অবশ্য প্রথম জানান দেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি অমিত শাহ। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটের নিরিখে নিজস্ব দলের ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে। ফলে ভোটের ফলাফলে ভাজপা দোশো কি পাড় হওয়ায় নয়া সরকার গঠন করেই ইস্তেহার বাস্তবায়িত করতে উঠে পড়ে লাগে বঙ্গ বিজেপি প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে।

তবে সরকারি স্তরে রাজ্যের সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যের সুহানা সফর ব্যবস্থা এই প্রথম সবার নজর কাড়লেও সর্বসাধারণের জন্য বিনা পয়সায় বাস পরিষেবার উদাহরণ এ রাজ্যে কিন্তু আগেও ছিল। যদিও তা চালু ছিল সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে এবং সাময়িক সংকটজনক পরিস্থিতিতে। যা আমাদের প্রকৃতই চমকে দেয় বৈকি। সংগঠনটির নাম জাতীয় বাংলা সম্মেলন। ২০২১ সালের ১ জুলাই তাদের পক্ষ থেকে শুরু করা হয়েছিল জয় বাংলা বাস পরিষেবা। হাওড়ায় ও কলকাতায় এই বাস পরিষেবা সচল থাকে একেবারে আপৎকালীন সময়ে। এই পরিষেবার অভিনবত্ব এখানেই যে, বাসযাত্রীদের ভাড়া দিতে হতো না বাস সফরকালে। সম্পূর্ণ ফ্রি বাসের ভাড়া। সামাজিক প্রয়োজনে এই বাস হামেশা চলেছিল হাওড়া ও

কলকাতার একাধিক অঞ্চলে করোনা মহামারীর সময়কালে।

বিনামূল্যে বাস যাত্রার দৃষ্টান্ত কিন্তু পৃথিবীর বহু ভূখণ্ডে উদাহরণ হিসেবে থেকে গিয়েছে। ধরাই যাক জার্মানির দুই শহরতলী টিনবারগেন ও রিউটলিংগেনের কথা। এখানে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রীদের কাছ থেকে বাসের কোনরূপ ভাড়া নেওয়া হয় না। দুটি শহরের সর্বত্র এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে এখনও পর্যন্ত। জনগণের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিস রয়েছে ফ্রান্সের দুটি শহরেও। সেই শহরগুলি হলো ডানকার্ক এবং নিওর্ট। এখানেও বাসে চড়তে যাত্রীদের ভাড়ার অর্থ গুনতে হয় না এক কানাকড়িও।

এত না হয় বিশ্বের নানা শহরের কথা জানা গেল। কিন্তু তাই বলে একটা গোটা দেশে বাসের ভাড়া পুরোপুরি ফ্রি সকলের জন্য, এমনটা হয় নাকি? হয় হয়। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি একমাত্র লুক্সেমবার্গ ছাড়া। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এটাই ধ্রুব সত্যি। ২০২০ সালের ১ মার্চ থেকে এখানকার গণপরিবহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি ফ্রি। একমাত্র প্রথম শ্রেণির রেলে চাপতে গেলে এখানে ভাড়া দিতে হয়। অন্যথায় রেলের সাধারণ কোচ সহ ট্রাম এবং বাসে যাতায়াত করতে গেলে কোনও টিকিট কাটতে হবে না। এই দেশের প্রতিটি পরিবহণ পরিষেবা এখানে সচল রয়েছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দেশের প্রতিটি নাগরিক, পর্যটক এমনকি বিদেশীদের জন্যেও এখানকার কোনও বাসে কোনও ভাড়া গুনতে হয় না। সারা দেশ ব্যাপী এমন উদাহরণ এযাবৎ বিশ্বে এই একটিই।

বাসের ভাড়া প্রসঙ্গে আরও বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে এই বসুন্ধরায়। ইন্দোনেশিয়ার সুরাবায়া হলো একটি সামুদ্রিক বন্দর শহর। এখানকার আখ্যান তো আরও চমকপ্রদ। বাসে উঠে এক হাতে ভাড়ার মূল্য হিসেবে প্লাস্টিক বর্জ্য দিন অন্য হাতে টিকিট নিন এক্কেবারে ধক্কাস মুডে। যদি আপনি পাঁচটা প্লাস্টিক বোতল বা দশটা প্লাস্টিক চায়ের কাপ কন্ডাক্টরকে দিতে পারেন তবে পরিবর্ত হিসেবে সুরাবায়ার যে কোনও স্থানে বাসে চেপে দুই ঘন্টা ভ্রমণ করতে পারবেন একদম নিশ্চিন্তে। পৃথিবীর এই ধরাতলে এমন পরিবেশ সচেতন বাস সার্ভিস আর দ্বিতীয়টি নেই।

এবার না হয় একটু উগান্ডার মাতাতু মিনিবাস নিয়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করা যাক। মাতাতু মিনিবাস পরিষেবায় নির্দিষ্ট কোনও ভাড়া নির্ধারিত নেই। চলমান মিনিবাসে বহমান যাত্রীদের সঙ্গে ভাড়া সংগ্রাহকের বাসের টিকিট কাটার প্রসঙ্গে তৎক্ষণাৎ আলোচনার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। জনে জনে পৃথকে পৃথকে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে। একই বাসে নানা যাত্রীর জন্য নানা মূল্য একই দূরত্ব সফরের জন্য। কি অদ্ভুত পরতে পরতে চমকে চমকে। বাস ভাড়ার এমন চলতি উপাখ্যানে।

এবার ফেরা যাক সেই সংলাপ কিন্তু পরন্তু আক্ষেপের গড্ডালিকায়। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি বাসে বা মিনিবাসে চাপলে আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু ভাড়া দিতে বাধ্য হোন। তা বেশ তো। বাসে চাপবেন ভাড়া দেবেন না, এটা হয় নাকি? এটা তো মামাবাড়ির আব্দার হতে পারে না। তাহলে আসল সমস্যাটা কোথায়? আলবাৎ সমস্যা আছে বুঝলেন। চোখের থেকে কালো চশমাটা একটু খুললেই স্পষ্ট দেখতে পাবেন আসলি সমস্যার শিকড় কতদূর বিস্তৃত। বিগত সরকারের স্বেচ্ছাচারী বদান্যতায়। সবখানেই বেনিয়মের ঘুঘুর বাসা যেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়ে গেছে বুঝলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তো একদা তৃণমূল সরকারের পরিবহণ মন্ত্রীও ছিলেন। আশার কথা, তিনি সবই জানেন। হয়তো যাত্রীদের এই দুর্দশা থেকে তিনি মুক্তির দূত হিসেবে এগিয়ে আসবেন অচিরেই।

এটা ঠিক, এখনও চাপা সমালোচনা শোনা যায় বেসরকারি বাসে বা মিনিবাসে চাপলে। রাজ্য জুড়ে যে ক্ষোভ এখনও ধিকধিক অবস্থায় রয়ে গেছে যাত্রীদের মুখে মুখে। সরাসরি পূর্বতন রাজ্য সরকারের পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে। যাত্রী সাধারণের অভিযোগ, কিছু বছর আগেও রাজ্য সরকার তথাকথিত বাস মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বাস ভাড়া নির্ধারিত করে দিত। সেই অনুযায়ী আরটিএ অনুমোদিত বাস ভাড়ার একটা প্রিন্টেড তালিকা প্রতিটি বেসরকারি বাসের এবং মিনিবাসের মধ্যে টাঙানো থাকতো। সেই চার্ট অনুযায়ী যাত্রীরা ভাড়া দিতে বাধ্য থাকতেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের অধীনে এবং করোনা মহামারির সময়কাল থেকে বাস ভাড়া নির্ধারণের সেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ কোনও এক অজানা কারণে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি বিলুপ্তির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। সুতরাং বহু যাত্রীরা বাসে উঠে বিভ্রান্তির মধ্যে আজও সম্মুখীন হোন। হামেশাই খামখেয়ালী বর্ধিত ভাড়ার মূল্য নিয়ে তর্কাতর্কি লেগে যায় যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট কন্ডাক্টরের মধ্যে। যাত্রীদের সাফ বক্তব্য, বাস মালিকেরা নিজেরা কয়েকজন মিলে বর্তমানে একতরফাভাবে ঠিক করেন ভাড়া কত পরিমাণ তাঁরা সংগ্রহ করবেন। যেখানে সরকারি স্তরে কোনও লাগামের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। এইসব অন্যায় বায়ানাক্কা মানা যায় না। রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে আগের মতো নিয়ন্ত্রণ থাকা অতি আবশ্যক সাধারণ যাত্রীদের স্বার্থের কথা ভেবে।

শুধু কলকাতা কেন বাস ভাড়া সংক্রান্ত এহেন নানারূপ নিত্য অশান্তি এ রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও প্রান্তিক গঞ্জগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে একেবারে ক্রনিক সংক্রমণের অনুকরণে। অনেকেই ক্ষোভ উগড়ে বলে থাকেন, বিগত সরকার নাগরিক যাত্রীদের স্বার্থ অন্ধকারে রেখে বাসমালিকদের হাতে ব্ল্যাঙ্ক চেক ধরিয়ে দিয়েছিল বাস ভাড়া আদায়ের ইস্যুতে। অসৎ উদ্দেশ্যে আরটিএ তালিকাকে হিমঘরে পাঠিয়ে। এমতাবস্থায় এই অদ্ভুতুড়ে একতরফা ভাড়া সংগ্রহের বহমানতা আর কত দীর্ঘায়িত হবে, এই প্রশ্নটাও কিন্তু সংগোপনে আজও পোষণ করে চলেছেন সদ্য বাংলার নির্বাচনী ময়দানের ৯৩% ভোটদাতাদের অন্তরে অন্তরে। সুতরাং ইঙ্গিতটা কিন্তু অস্পষ্ট নয়!

দেশ দেশান্তরে

রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত লুহানস্কে ড্রোন হামলা

ঋজু দাস : রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় লুহানস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় ৪ জন নিহত ও ৩৫ জন শিশু আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে মস্কো। ২২ মে রুশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর রাতে স্টারোবিলস্ক কলেজের একটি ছাত্রাবাসে এই হামলা চালানো হয়। হামলার সময় সেখানে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সি ৮৬ জন ছাত্র ঘুমিয়ে ছিল।

আলিপুর বার্তা স্বাধীনভাবে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। এ বিষয়ে ইউক্রেনের তরফে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্যও পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, লুহানস্ক অঞ্চলটি ইউক্রেনের ৪ টি পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার একটি, যাকে ২০২২ সালে রাশিয়া নিজেদের অংশ বলে ঘোষণা করে। তবে কিয়েভ এই দখলকে অবৈধ বলে দাবি করে আসছে।

রাশিয়ার মানবাধিকার কমিশনার ইয়ানা লানত্রাতোভা জানান, ড্রোন হামলায় ছাত্রাবাসের বড় অংশ ধসে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নীচে বহু শিশু আটকে পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। লুহানস্কে রাশিয়া দ্বারা নিযুক্ত প্রশাসনিক প্রধান লিওনিদ পাসেচনিক জানান, উদ্ধারকারীরা ইতিমধ্যে ২ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন এবং তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে।

ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এই ঘটনাকে 'ভয়াবহ অপরাধ' বলে আখ্যা দিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। তিনি বলেন, 'যেখানে শিশু ও তরুণরা উপস্থিত ছিল, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা অত্যন্ত নৃশংস ঘটনা।'

রুশ প্রশাসনের প্রকাশ করা ছবি ও ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে আহতদের বের করে আনছেন এবং ভবনের একাংশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। অন্যদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সম্প্রতি কিয়েভে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহতদের স্মরণ করে পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

পাঠকের কলমে

জগন্নাথ ধামের জন্য কয়েকটি পরামর্শ

সম্প্রতি দীঘা ঘুরে এসেছে আমার কাছের কয়েকজন মানুষ। সমুদ্রের ঢেউয়ের তরঙ্গ ছাড়া দীঘার অন্যতম আকর্ষণ জগন্নাথ ধাম। তার–ই টানে বাঙালির ডেস্টিনেশন দীঘা এখন নজরকাড়া।

মনোরম পরিবেশে পুরীর আদলে দীঘার জগন্নাথ মন্দির দর্শনীয় ও জনপ্রিয়। গতবছর (২০২৫) ২৫ এপ্রিল উদ্বোধনের পর থেকেই মন্দিরের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে বীজগণিতক হারে। মন্দিরের প্রতিমা, পরিবেশ, অলংকরণ ও প্রসাদ বন্টন প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।

'জগন্নাথ ধাম' আরও সুন্দর ও আরও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে আমাদের কয়েকটি পরামর্শ –

- প্রথমতঃ মন্দিরের প্রবেশপথের প্রায় এক কিমি দূরে জুতো জমা রেখে খালি পায়ে চলা বেশ অসুবিধাজনক। বিশেষ করে গরমকালে।
- দ্বিতীয়তঃ খালি পায়ে চলার পথে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হোক।
- তৃতীয়তঃ এক কাউন্টারে ব্যাগ বা পার্টস জমা দিয়ে পরক্ষণেই তা অন্য কাউন্টার থেকে গ্রহণ করায় জটিলতা বাড়ে। এতে একজনের ব্যাগ বা পার্টস অন্য কেউ সহজেই নিয়ে নিতে পারে।
- চতুর্থতঃ মন্দির প্রাঙ্গণে রাখা হোক অভিযোগ বক্স।
- পঞ্চমতঃ নিরাপত্তার স্বার্থে মন্দির প্রবেশের সব পথে মেটাল ডিটেক্টর রাখা হোক।

দীপংকর মান্না
চাকপোতা, আমতা

অপরাধ ও দুর্নীতিমুক্তিকরণে বদ্ধপরিকর বিজেপি

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ১৬ মে সংসদ সদস্য রাজু বিস্তা দার্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া–নকশালবাড়ি এবং ফানসিদেওয়ার বিধায়কদের উপস্থিতিতে একটি গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জিটিএ কর্মকর্তা, এসডিও এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশনায় জেলাজুড়ে চলমান উন্নয়নমূলক কাজগুলির একটি বিশদ পর্যালোচনা করা হয়। সরকারি প্রকল্পগুলির দ্রুততর, স্বচ্ছ এবং জনমুখী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় ও পর্যটকদের জন্য পরিকাঠামো, রাস্তাঘাট এবং নাগরিক সুবিধার উন্নয়নসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি, স্কুল ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, প্রতিটি পরিবারে পানীয় জলের ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, যানজট নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শহর ও নগরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়।

ভূমিধস ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে এবং সকল প্রকৃত সুবিধাভোগী যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পান ও তাদের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হন, তা নিশ্চিত করার উপায় নিয়েও আলোচনা হয় এদিন। এছাড়াও চা বাগান ও সিনকোনা বাগান সংক্রান্ত সমস্যা, যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড(পিএফ) ও গ্র্যাচুইটি পরিশোধ না করা, দিশা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা, পঞ্চায়েত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান মাদক–সংক্রান্ত উদ্বেগ, অবৈধ ভূমি দখল এবং নারী ও শিশু পাচারের মতো গুরুতর বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়।

জবাবদিহিতা জোরদার করতে এবং মাঠ পর্যায়ে সেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সভাটি 'সততার সাথে উন্নয়ন'–এর প্রতি আমাদের সম্মিলিত সংকল্প এবং একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, মাদক, অপরাধ ও দুর্নীতিমুক্ত দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির প্রতি আমাদের যৌথ অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

১৭ মে সংসদ সদস্য রাজু বিস্তা দার্জিলিং পাহাড়, শিলিগুড়ি এবং তরাই অঞ্চলের আইসিডিএস, আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়কদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশেষ করে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের দূর্গম পার্বত্য অঞ্চলে, দিনরাত সেবায় নিয়োজিত এই নিবেদিত প্রাণ সম্মুখসারির সমাজকর্মীদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যা ও ন্যায্য দাবি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। তারা সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড, যারা সামাজিক মর্যাদা, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সকলের সেবা করে দয়া, সহানুভূতি এবং নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার সাথে। প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে প্রয়োজনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ান। এদিন এই কর্মীদের উন্নত মজুরি, পদোন্নতি, সুযোগ–সুবিধার সম্প্রসারণ, শীতকালীন ভাতা এবং অঞ্চলজুড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়কদের শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণের দাবি নিয়ে আলোচনা করা হয়। রাজু বিস্তা বলেন, 'এই কর্মীরা ব্যতিক্রমী সেবা প্রদানে সর্বদা আমাদের অঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁদেরকে আমার পূর্ণ সমর্থন এবং যথাযথ সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যাগুলো সমাধানের প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দিয়েছি। তাঁদের কল্যাণ আমার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার।'

১৯ মে অক্টোবর ২০২৫–এর ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং জেলার দুধেয়া সেতুর চলমান মেরামত কাজ পরিদর্শন করেছেন রাজু বিস্তা। প্রায় ৭ মাস কেটে গেলেও, সমগ্র মিরিক মহকুমাকে শিলিগুড়ির সঙ্গে সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি এখনও মেরামত করা হয়নি। তিনি বলেন, নতুন সেতুটির নির্মাণকাজ ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হওয়ার কথা। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ত বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীকে, যাঁর অধীনে এই কাজটি হচ্ছে, প্রকল্পটি দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অবৈধ কার্যকলাপ, কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর: সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক রুপা গাঙ্গুলী এবং সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বিধায়ক দেবাশীষ ধর সাংবাদিকদের জানালেন, কোনরকম অবৈধ নির্মাণ, পুকুর ভরাট, বালি খাদান, মাটি খাদান, এলাকাতে করা যাবে না। যদি এই সমস্ত অবৈধ কাজ এলাকাতে দেখা যায় তাহলে নতুন রাজ্য সরকার তৎপরতার সহিত পদক্ষেপ নেবেন। রূপা গাঙ্গুলী এবং দেবাশীষ ধর মহাশয় রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাসকে নিয়েও একটা বৈঠক করে ফেলেন। অবৈধ নির্মাণ কার্য এবং পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে দ্রুততার সঙ্গে, কোনওরকম বেনিয়ম চলবে না। রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাসকে তিনি বলেন, কোথাও কোন প্রকল্প আটকে থাকলে আমাদের জানাবেন, আমরা বিষয়টা দেখব। দেবাশীষ ধর মহাশয় জানালেন, খুব শীঘ্রই সোনারপুর উত্তর বিধানসভায় খেয়াদহ এবং ২ নম্বর পঞ্চায়েতে ওয়েট ল্যান্ড এলাকায় বহু বেনিয়ম বাড়ি ও কারখানা বুলডোজার দিয়ে ভাঙার ব্যবস্থা হবে। অন্যদিকে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক রূপা গাঙ্গুলী কুরবানী ঈদ উদযাপন উপলক্ষে এক সভায় তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উদযাপনের বার্তা দিলেন এবং মন্তব্য করলেন, 'অনেকেই ভেবেছিলেন, কুরবানী বন্ধ করে দেবে বিজেপি সরকার। প্রশাসনের নিয়ম মেনে প্রকাশ্যেই কুরবানী করা হবে। সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা বজায় রেখে সবকিছু নিয়মকানুন পালন করা হবে।'

ধবন গ্রাম পঞ্চায়েতে স্টেশনারি কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড়

সুকান্ত কর্মকার, ছাতনা : বাঁকুড়া জেলার ধবন গ্রাম পঞ্চায়েতে স্টেশনারি সামগ্রী কেনাকে কেন্দ্র করে উঠল দুর্নীতির অভিযোগ। প্রায় দেড় লক্ষ টাকার টেন্ডার এবং সেই টেন্ডারের পেমেন্ট কয়েক মাস আগেই মিটে যাওয়ার পরও হঠাৎ করে সামগ্রী পঞ্চায়েতে ঢোকানোকে ঘিরে এলাকায় শুরু হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক চাপানউতোর।

জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের ১০ জুলাই ধবন গ্রাম পঞ্চায়েতে স্টেশনারি জিনিসপত্র কেনার জন্য ১,৪৯,৯৩৭ টাকার টেন্ডার করা হয়। অভিযোগ, ওই টেন্ডারের পেমেন্টও ১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে করে দেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও পঞ্চায়েতে সেই সামগ্রী এসে পৌঁছয়নি বলে দাবি। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সম্প্রতি তারা পঞ্চায়েতের কাছে ওই টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয় জানতে চাইলে পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয়, 'এখনও পর্যন্ত ওই মাল পঞ্চায়েতে আসেনি, এই বিষয়ে প্রধানই ভালো বলতে পারবেন।'

তবে অভিযোগ, আজ দুপুর প্রায় ২টো নাগাদ বিজেপি কর্মীরা দেখতে পান একটি টোটো করে কিছু স্টেশনারি সামগ্রী পঞ্চায়েতে আনা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুললে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এগুলি নাকি ১০ জুলাই ২০২৫–এর ওই টেন্ডারের মাল। এখানেই উঠছে বড় প্রশ্ন। বিজেপি কর্মীদের দাবি, যে পরিমাণ সামগ্রী পঞ্চায়েতে ঢুকেছে, তার আনুমানিক মূল্য মাত্র ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। ফলে গোটা বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে।

বিজেপির অভিযোগ, ধবন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিয়মিত পঞ্চায়েতে আসেন না। এ বিষয়ে প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও সদুত্তর দেননি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি কর্মী পার্থ কুম্ভকার এবং বাঁকুড়া জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মুখার্জি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিষয়টির তদন্তের দাবি জানান।

যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে ধবন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

মহেশতলায় বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মহেশতলা পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের ৫ নম্বর মণ্ডলের ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলায় এক বিশাল বিজয় মিছিল বার হয়। এই মিছিলে প্রায় হাজারের উপর লোক উপস্থিত ছিলেন। মিছিল শুরু হয় মহেশতলার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন সমাজ ক্লাব থেকে বদ্দিয়র বাঁধ পর্যন্ত। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মহেশতলা ৫ নং মণ্ডলের সভাপতি স্বপন সরদার, বিজয় শাস্ত্রী, কুন্তল দাস সহ মহিলা মোর্চার মহিলারা। বিজয়শাস্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন পর আমরা সনাতনীরা সত্যিকারের স্বাধীনতা পেলাম। **ছবি : অরুণ লোধ**

ষ্টেশনের অবৈধ হকারদের সরে যাওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীরা যাতায়াত করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য এই ষ্টেশন দিয়েই যাতায়াত করেন। ষ্টেশন চত্বর জুড়ে প্রচুর সংখ্যক হকার বিভিন্ন রকমের পণ্যসামগ্রী নিয়ে ব্যবসা করছেন। এবার সেই সমস্ত অবৈধ হকারদের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করলো পূর্ব রেল। ষ্টেশনের সৌন্দর্য্য ফিরিয়ে আনতে এবং সাধারণ যাত্রীরা যাতে অবাধে যাতায়াত করতে পারে তার জন্য হকার উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রেল কতৃপক্ষ। একাধিকবার নোটিশ দেওয়ার স্বত্বেও হকাররা ষ্টেশন চত্বর জবরদখল করে ব্যবসা করতে থাকে।

২১ মে হকার উচ্ছেদে নামে রেল পুলিশ। মাইকিং করে হকারদেরকে জানানো হয়, ষ্টেশন চত্বর থেকে তারা যেন অবৈধ দোকানপাট অন্যত্র সরিয়ে ষ্টেশন মুক্ত করে দেয়। অন্যথায় কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে বাধ্য থাকবে রেলপুলিশ। সূত্রের খবর, পরিশেষে ক্যানিং ষ্টেশন চত্বর থেকে হকারদের সরে যাওয়ার জন্য ২৫ মে পর্যন্ত সময়সীমা ধার্য্য করে ডেটলাইন বেঁধে দেয় পূর্ব রেলের আধিকারীকরা।

এমন ঘটনায় বেশকিছু হকার অবশ্য দাবি তুলেছেন, 'তারা দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছরের অধিক সময় ক্যানিং ষ্টেশনে ব্যবসা করছেন রুটিরুজির জন্য। বিকল্প আয়ের পথ কিংবা রেল যদি পুনর্বাসন না দেয় তাহলে তারা ষ্টেশন চত্বর থেকে কিছুতেই সরবেন না।' তাদের আরো দাবি, যদি রেল জোর করে উচ্ছেদ করে কিংবা দোকানপাট ভাঙচুর করে তাহলে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য থাকবো। কারণ আমাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলে না খেয়ে মরতে হবে।'

ভুবনডাঙায় উচ্ছেদ নোটিশ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত বিশ্বভারতী এলাকার ভুবনডাঙায় উচ্ছেদ নোটিশ ঘিরে চরম উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি হয়েছে। বোলপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়া ও বাঁধেরপাড় সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘ প্রায় ৫ দশক ধরে বসবাসকারী একাধিক পরিবারকে সম্প্রতি উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকা খালি করার কথা বলা হয়েছে। আর সেই নোটিশ সামনে আসতেই আতঙ্ক, ক্ষোভ ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ভুগছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু পরিবার প্রায় ৫০ বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছেন। বছরের পর বছর ধরে তারা সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছেন। স্থানীয়দের প্রশ্ন, 'এত বছর ধরে বসবাস করার পর হঠাৎ কোথায় যাব? পরিবার নিয়ে কি রাস্তায় দাঁড়াতে হবে?' তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বসবাস করলেও তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন বা আবাসনের বিষয়ে কোনও স্থায়ী সমাধান করা হয়নি। বরং বর্তমান পরিস্থিতিতে উচ্ছেদের নোটিশ তাদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা সনাতন দাঁ বলেন, 'মানুষকে জোর করে উচ্ছেদ না করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরও বেশি সময় দেওয়া উচিত। যারা এত বছর ধরে সেখানে বসবাস করছেন, তাদের মাথার উপর থেকে হঠাৎ করে ছাদ সরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এতদিন ধরে বসবাস করার পরও কেন বহু পরিবার আবাস যোজনার সুবিধা পেল না? স্থানীয় কাউন্সিলর কেন তাদের স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করলেন না?'

অন্যদিকে, তৃণমূল কাউন্সিলর সুকান্ত হাজরা দাবি করেছেন, তারা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে অন্তত ৫–৬ মাস অতিরিক্ত সময় চেয়ে আবেদন জানাবেন, যাতে বাসিন্দারা বিকল্প ব্যবস্থা করার সুযোগ পান। একই সঙ্গে বিজেপির তোলা অভিযোগকে 'সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও বিভ্রান্তিকর' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে সামনে উঠে এসেছে উন্নয়ন, আবাসন এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন। দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে, পুনর্বাসনের কোনও স্পষ্ট পরিকল্পনা আদৌ রয়েছে কি না, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বিশ্বভারতীর মতো ঐতিহ্যবাহী ও বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত এলাকার সৌন্দর্য ও সংরক্ষণের প্রশ্ন যেমন রয়েছে, তেমনই মানবিক দিক থেকেও বহু পরিবারের মাথার উপর ছাদ রক্ষার বিষয়টি এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে গোটা বিষয়টির দিকে তাকিয়ে রয়েছে এলাকার সাধারণ মানুষ। প্রশাসন, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা আগামী দিনে কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার উপরই নির্ভর করছে বহু পরিবারের ভবিষ্যৎ।

সভাপতি, সহ–সভাপতি ও প্রধান গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভার অন্তর্গত ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্নিগ্ধা মণ্ডল, সহ–সভাপতি বিপ্লব মণ্ডল এবং ওই পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত আশুতি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ কয়ালকে ১৮ মে কালিতলা আশুতি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। বেআইনি অস্ত্র, ভাঙচুর, হুমকি বিভিন্ন ধারায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকার বিজেপির কার্যকর্তারা এদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ থানায় জমা করেছিল। সাধারণ গ্রামবাসীরা জানান, ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী সময়ে স্নিগ্ধা মণ্ডল বিপ্লব মণ্ডল এবং পার্থ কয়াল এদের নেতৃত্বে এলাকায় রীতিমত সন্ত্রাস চালানো হত। কিন্তু শাসকদলের বিধায়ক তথা মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডলের প্রভাব থাকায় পুলিশ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। রাজ্যে পরিবর্তনের পর আবার নতুন করে

ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লক

বিজেপির অত্যাচারিত কার্যকর্তারা নতুন করে থানায় অভিযোগ করে এবং ওই ৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার দাবি জানায়। পুলিশ প্রথমে ওই ৩ জন অভিযুক্তকে ডেকে পাঠায় তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পরে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষ্ণুপুর–৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রমেশ নস্কর বলেন, 'আমরা চাই এই ৩ জনের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। গ্রামের মহিলারা জানান, এই ৩ জন বিশেষ করে আশুতি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ কয়াল পঞ্চায়েত অফিসকে পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছিল। আমাদের বাড়ির ছেলেরা ৬ মাস বাড়ি ফিরতে পারেনি। পঞ্চায়েত অফিসে সাদা থান কিনে রাখা হত। আমাদের বলা হত কেউ বিজেপি পড়লে তাদের সাদা থান পরানো হবে। আমরা চাই আইনের পথে অভিযুক্তদের শাস্তি হোক এবং লোক দেখুক যারা এতদিন অত্যাচার করেছিল তারাও কিভাবে পাপের সাজা পাচ্ছে।

রামপুরহাট বিধানসভায় রাজনৈতিক সৌহার্দ্যের ছবি

রুমা খাতুন : রামপুরহাট বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যান বর্তমান বিধায়ক ধ্রুব সাহা। রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও এই আন্তরিক সাক্ষাৎ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। ১৮ মে সকালে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছে ধ্রুব সাহা প্রথমেই তাকে প্রণাম করেন এবং ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে তিনি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সৌজন্যের পরিবেশে দুই নেতাকে একে অপরকে মিষ্টিমুখ করাতেও দেখা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়। জানা গিয়েছে, সামাজিক উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে।

এদিনের আলোচনায় শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, রামপুরহাট এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন, মানুষের সমস্যা, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়কের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সাক্ষাৎ সাধারণ মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও পারস্পরিক সম্মান ও সম্পর্ক বজায় রাখার এই ছবি বর্তমানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও এই ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের মতে, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ আরও দ্রুত এগোবে এবং সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন।

হাওড়ায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ২১ মে সকালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বেলুড় মঠ দর্শনে আসেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজির প্রতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। মঠের মূল মন্দির সহ অন্যান্য মন্দির দর্শন করেন তিনি। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী বেলুড় মঠে এসে পৌঁছান। প্রথা মেনেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মঠের সন্যাসীরা। এরপর তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরে প্রণাম করেন। এরপর একে একে মঠের ব্রহ্মানন্দ মন্দির, বিবেকানন্দ মন্দির, শ্রীশ্রীমা'র মন্দিরে প্রণাম করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এরপর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। মঠের তরফে তাঁকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদী শাল, বই ও কলম উপহার দেওয়া হয়। ২১ মে দুপুরে হাওড়ায় প্রশাসনিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করার পরই আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে হাওড়া ও বালি পুরসভায় পুরভোট করানোর চেষ্টা করবে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, নির্বাচন না হলে পুরসভায় ঠিকঠাক পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে হাওড়ার ৪ জন বিধায়ক (শিবপুরের রুদ্রনীল ঘোষ, জগৎবল্লভপুরের অনুপম ঘোষ, উত্তর হাওড়ার উমেশ রাই এবং বালির সঞ্জয় সিং) সহ আমাদের ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সিভিক অ্যাডমিনিসস্ট্রেশন, হাওড়া কর্পোরেশন, বালি মিউনিসিপ্যালিটি, কেএমডিএ, সিপি সহ পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ডিআরএম সহ রেলের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আমরা ফুল কো–অর্ডিনেশন মিটিং করলাম। যতদিন না নির্বাচিত নতুন পুরবোর্ড আসছে ততদিন পর্যন্ত পুর পরিষেবা যথাযথ রাখার জন্য একটি কো–অর্ডিনেশন কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেই কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হাওড়ার জেলাশাসক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবকে। প্রথমে হাওড়া শহরের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করা হবে। প্রাথমিক চাহিদাগুলিকে পূরণ করার পর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় হাওড়াকে আরও বিকশিত নগরী হিসেবে তৈরি করা হবে। ওয়ার্ডগুলির পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পূর্ণ করে যত দ্রুত সম্ভব এই বছরের মধ্যে নির্বাচিত কর্পোরেশন বা পৌরসভার হাতে দায়িত্বভার হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আমরা আজকের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, হাওড়া পুরসভায় প্রায় ১,৭০০ জন কর্মরত ক্যাজুয়াল কন্ট্রাক্টচ্যুয়াল কর্মীর মধ্যে প্রায় ৫০০ জন বেতন নেন অথচ তারা পরিষেবা দেন না। কমিশনারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এমন অভিযোগ আমাদের হাতে এসেছে। ওই ৫০০ জন বেতন তোলেন। অথচ পরিষেবা দেন না। ৮ ঘন্টা কাজ তো দূরের কথা ৮ মিনিটও কাজে সময় দেন না। কারণ তাঁরা রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের আশীর্বাদপুষ্ট। আমরা তাঁদের ক্ষেত্রেও বলেছি কোন দল করেন সেটা বড় কথা নয়। বেতনের টাকা কর্পোরেশনের থেকে পান। আপনাদের কাজটা করতে হবে। পরিষেবা দিতে হবে।

ডিয়ার লটারি কি বন্ধ হয়ে যাবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পালাবদলের পর সর্বত্র একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, প্রতিদিন যে ৩ বার ডিয়ার লটারি খেলা হয় তা শীঘ্রই বন্ধ হতে চলেছে। সিকিম ও নাগাল্যান্ড সরকারের অধীন ডিয়ার লটারি পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই অনেক জনপ্রিয় এবং বিতর্কিতও বটে। আড়ালে–আবডালে অনেকে ডিয়ার লটারি কে ভাইপো লটারি বলেও কটাক্ষ করে থাকেন। বীরভূমের একদা বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডলের ডিয়ার লটারিতে ১ কোটি টাকা পাওয়াকে কেন্দ্র করেও জল অনেক দূর গড়িয়েছিল। তবুও ডিয়ার লটারি আছে ডিয়ার লটারিতেই।

সারা রাজ্যের বিভিন্ন হাটে বাজারে অলিতে গলিতে প্রচুর মানুষ এই ডিয়ার লটারিকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। জানা যাচ্ছে, রাজ্যে পালা বদলের পর নাকি টিকিট বিক্রি সংখ্যাও অনেকটাই কমেছে। কারণ, সকলের ধারণা এবার হয়তো নতুন রাজ্য সরকার ডিয়ার লটারি বন্ধ করে দেবে। হয়তো বিকল্প হিসাবে নতুন রাজ্য সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি পুনরায় চালু করতে পারে। যদিও নবনির্বাচিত সরকার লটারি প্রসঙ্গে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। তবে মানুষের আতঙ্ক দূর করতে সিকিম সরকারের ডাইরেক্টরেট এর অফ স্টেট লটারিস এবং নাগাল্যান্ড সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ স্টেট লটারিস গত ১৮ মে

একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যেখানে তারা জানাচ্ছে, অহেতুক কোন আতঙ্কের কারণ নেই কারণ সিকিম ও নাগাল্যান্ড সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ স্টেট লটারিস পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত সরকারের যাবতীয় নিয়ম–কানুন মেনেই ডিয়ার লটারি পরিচালনা করে। যাবতীয় কর এবং জিএসটি প্রদান করে থাকে। তাই এখনই ডিয়ার লটারি বন্ধ হবার কোন বিষয় নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সরকার এ ব্যাপারে কি ঘোষণা করে সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছে ক্রেতা–বিক্রেতারা।

FORM NO. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014]

Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

Before the Central Government

Eastern Region Bench, Kolkata

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

AND

In the matter of Bhawani Concrete Private Limited having its Registered Office at Punwani Chambers, 1st Floor, 7b Kiran Shankar Roy Road, Kolkata, West Bengal, India, 700001, Petitioner

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on Wednesday, 11th Day Of March 2026 to enable the company to change its Registered Office from the "State of West Bengal" to "State of Jharkhand".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company, may deliver either on **MCA-21 portal (www.mca.gov.in)** by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address **Corporate Bhawan, 6th Floor, Plot No.IIIF/16, in AA-IIIF, Rajarhat, New Town, Akandakeshari,Kolkata-700 135,** within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at the address mentioned below:

ADDRESS OF OFFICE: K-54, Kalptaru, Jalan Road, Upper Bazar, Ranchi- 834001

For and on behalf of applicant

Sd-
DEEPAK KUMAR AGRAWAL
DIRECTOR)
DIN: 00670914

Sd-
PRAKASH AGARWAL
(DIRECTOR)
DIN: 11400225

Place: Kolkata
Date:

বস্তি এলাকায় তারের জাল, সমস্যা চরমে

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার নগরপল্লি অর্থাৎ বস্তি এলাকায় ইলেকট্রিক, কেবল্, ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের ওভারহেড তারের জাল তিলোত্তমা কলকাতায় চাঁদের কলঙ্কের মতো রাস্তার ওপর বিছিয়ে রয়েছে। নগর বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এটাই কলকাতা শহরে পাখি কমে যাবার একটা মূল কারণ। কলকাতা উত্তর জেলার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, মহানাগরিকের কাছে প্রশ্ন রাখছি এর দীর্ঘমেয়াদী সমাধান(লংটার্ম সলুশন) নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা কী ভাবছে?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের অধীনস্থ বাড়ির বৈদ্যুতিক তার আর কেবল্গুলি যথাযথভাবে সঞ্চারিত করার কাজ বহু জায়গায় সম্পন্ন হয়েছে এবং অনেক জায়গায় কাজ এখনও চলছে এবং অব্যবহৃত কেবল্গুলিকে কেটে দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হচ্ছে। বস্তি এলাকায় ব্যক্তিগত বৈদ্যুতিক তারও একটি সিস্টেমে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া যায়, তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এজন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই কাজ কিছু জায়গায় জারি রয়েছে। আর কিছু জায়গা বাকি রয়েছে। ৭ মে-র পর আবার বস্তি এলাকায় বাকি কাজগুলি করা হবে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী

প্রচেষ্টার দ্বারা শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় ভূগর্ভস্থ নালি (ডাক্ট) করে দেওয়া হচ্ছে। এই নালির মধ্যে দিয়ে কেবল্ টিভি, ইন্টারনেট পরিষেবার তারগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বস্তির বাথরুমে নেই দরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান কলকাতার নগরপল্লি অর্থাৎ বস্তির বাথরুমের দরজা লাগাতে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম সময় লাগছে। তাতে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। কলকাতা উত্তর জেলার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার প্রশ্ন 'ফাইবার রেইনফোর্স্ট পলিমারে'-র তৈরি দরজার মাপ নেওয়ার পর তা তৈরি হয়ে নির্দিষ্ট বাথরুমে লাগাতে কত সময় লাগে? আর কোনও ঠিকাদারের দরজা লাগানোর কাজে গাফিলতির কারণে যদি মানুষের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তবে তার বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসংস্থা কী কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, এই ফাইবার রেইনফোর্স্ট পলিমারের দরজা তৈরির কোম্পানি কম থাকায় উৎপাদন কম হচ্ছে। তাতে এতো বিপুল পরিমাণে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কাঠের দরজার পরিবর্তে এটা অনেক ভালো হবে। অনেকদিন টেকসই হবে। আগের মতো চট করে নষ্ট হবে না। ঘটনা হল, ঠিকাদাররা যথাযথ উল্লিখিত সময় মতো কাজ সম্পূর্ণ করছে। কেবলমাত্র দরজা লাগানোতে দেরি করছে বলে, ঠিকাদারদের প্রতি শাস্তিমূলক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে না বলে মেয়র পারিষদ জানান।

বড়বাজারে হকার উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যা হবার ছিল, তাই হল। দীর্ঘদিন যাবৎ বড়বাজারে হকাররাজ নিয়ে বিজেপি দলের স্থানীয় দুই পৌরপ্রতিনিধির আপত্তি ছিল। এবার বড়বাজারের ক্যানিং স্ট্রিটে হকার উচ্ছেদ চললো। ১৯ মে ক্যানিং স্ট্রিটের দুপাশে রাস্তা দখল করে বসে থাকা হকারদের উচ্ছেদ করে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। বড়বাজার এলাকায় হকারদের দাপাদাপি নিয়ে দীর্ঘ অভিযোগের এটা ছিল সামান্য মাত্র। স্থায়ী দোকানের প্রবেশপথ আটকে হকাররাজ চলে আসছে। ফলে ক্রেতাদের দোকানে প্রবেশ করতে সমস্যা হত। ক্যানিং স্ট্রিটে হকার উচ্ছেদ হওয়ায় ব্যবসায়ীরা খুশি।

জন্ম-মৃত্যুর পোর্টালে সময়ের গেরো

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সময়কালে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর থেকে ইস্যু করা সমস্ত জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র পুনরায় যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়া রাজ্য সরকার। সেজন্য আপাতত কলকাতা পৌরসংস্থার জন্ম-মৃত্যুর নথিভুক্ত করার পোর্টাল আংশিক সময়ের জন্য বন্ধ করা হল। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, এসআইআরের সময়কালে বহু জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের আবেদন জমা পড়েছিল। ওইসব আবেদনের ভিত্তিতে শংসাপত্র ইস্যুও করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থায় জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের স্থায়ী কাউন্টার থাকা সত্ত্বেও কাজের অত্যধিক চাপে কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের সিংহদুয়ারে আলাদা করে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের কাউন্টার দীর্ঘদিন যাবৎ খুলে রাখা হয়। এখান থেকে প্রচুর শংসাপত্র ইস্যুও করা হয়। এই শংসাপত্রগুলি পুনরায় যাচাই করা হবে। সেজন্য ওই পোর্টাল আংশিক সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হল। এখন কেবলমাত্র সদ্যোজাতদের জন্ম শংসাপত্রের আবেদন করা যাবে। যাদের মৃত্যু হয়েছে সপ্তাহখানেক পরে তাদের মৃত্যু শংসাপত্রের জন্য আবেদন করা যাবে।

সংসদের ভুল নীতির কারণে ভুগছে কমার্সের পড়ুয়ারা

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বিশেষজ্ঞদের চূড়ান্ত গাফিলতিতে বাণিজ্য বিভাগে হাইগ্রেড পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা এতোটা কম। পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। আর তার ফলেই উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগের মধ্যে পাসের হারে এতোটা তফাৎ। ৫.৫২ শতাংশ। যেটাতে এতোটা বেশি হওয়ার কথাই নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগকে ছাপিয়ে যাওয়ার কথা বাণিজ্য বিভাগের। আবার বাণিজ্য বিভাগ ও কলা বিভাগের মধ্যে পাসের হারে তফাৎ মাত্র ৪.৪৮ শতাংশ।

উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পাসের হারের তুলনায় বাণিজ্য বিভাগে ৪.৪৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বেশি পাস করেছে। এতোটা কম হওয়ার কারণ কী পরীক্ষার হলে বাণিজ্য বিভাগে ক্যালকুলেটরের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা? এই প্রশ্ন উঠছে। কারণ, এতোদিনের বার্ষিক পদ্ধতিতে বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষার হলে অঙ্ক কষতে ক্যালকুলেটরের ব্যবহারের অনুমোদন পাওয়া গেলেও, বর্তমান সেমিস্টার সিস্টেমে ক্যালকুলেটর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নথি বলছে, এবছর বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষায় বসেছিল ৩৭,৬৭১ জন পরীক্ষার্থী। পাস করেছে ৩৫,২৮৫ জন। পাসের হার ৯৩.৬৭ শতাংশ। পাসের হার যথেষ্ট রকম ভালো। কিন্তু 'এ++ গ্রেড (৯০-১০০ নম্বর) পেল মাত্র ৫৯৩ জন(১.৬৮ শতাংশ)। যেখানে বিজ্ঞান বিভাগে 'এ++ গ্রেডে পাসের হার ৩.৩৩ শতাংশ। একইভাবে বাণিজ্য বিভাগে 'এ+ গ্রেড(৮০-৮৯ নম্বর) পেয়েছে ৪,৫৯০ জন(১৩.০০ শতাংশ)। যেখানে বিজ্ঞান বিভাগে 'এ+ গ্রেডে পাসের হার ২৩.১১ শতাংশ।

বাণিজ্য বিভাগে 'এ গ্রেড(৭০-৭৯ নম্বর) পেয়েছে ১০,০০১ জন(২৮.৩৪ শতাংশ)। যেখানে বিজ্ঞান বিভাগে 'এ গ্রেডে পাসের হার ৪৫.১৩ শতাংশ। বাণিজ্য বিভাগে 'বি+ গ্রেড(৬০-৬৯ নম্বর) পেয়েছে ১২,০৫৩ জন(৩৪.১৬ শতাংশ)। যেখানে বিজ্ঞান বিভাগে 'বি+ গ্রেড পাসের হার ২৫.৮৪ শতাংশ। কলা বিভাগে 'বি+ গ্রেড পাসের হার ২৬.২৪ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগের তুলনায় বাণিজ্য বিভাগে এই খারাপ ফলাফল নিয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা যথেষ্ট চিন্তিত। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ুয়াদের হাইগ্রেড না পাওয়ার জন্য দুষেছেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ভুলেভরা নীতিকে।

অ্যাকাউটেন্সি এবং কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন বিষয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি। বাণিজ্য বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে অঙ্ক রয়েছে, যেগুলো যথেষ্ট বর্ণনামূলক। এমনকী থার্ড সেমিস্টারে এমসিকিউ ভিত্তিক প্রশ্নপত্র হয়। অথচ এই ২টি বিষয়ে ৪০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে ৫০ শতাংশ প্রশ্নই অঙ্কভিত্তিক। কিন্তু ক্যালকুলেটর ছাড়া, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কষতে পরীক্ষার্থীরা ব্যর্থ হয়েছিল। সেজন্যই পাস করলেও ফলাফল এতোটা খারাপ। পরীক্ষার্থীরা কোনও মতে পাস করেছে।

সংসদ পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর ব্যবহারে কেন নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা ওরাই বলতে পারবে। পড়ুয়ারা ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে তো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করবে। সংসদের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞরা আগামী শিক্ষাবর্ষে এটা নিয়ে নিশ্চয়ই বিবেচনা করবে, পরীক্ষায় নিয়মবিধি তৈরি করবে, এটাই স্কুল শিক্ষকশিক্ষিকারা আশা রাখেন।

ইস্টার্ন রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের অনন্য উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আপনার সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে, তাদের জীবনরক্ষাকারী দক্ষতা শেখাতে এবং মর্যাদাপূর্ণ সরকারি চাকরির সুযোগের দুয়ার খুলে দিতে একটি চমৎকার মাধ্যম খুঁজছেন? ইস্টার্ন রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস তরুণ ছেলে-মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চার, শৃঙ্খলা এবং সমাজসেবার এক মহান ঐতিহ্যে স্বাগত জানাচ্ছে, যা তাদের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

ভারতীয় রেলে স্কাউটিং-এর শিকড় বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রোথিত, যা এটিকে দেশের অন্যতম প্রাচীন এবং সবচেয়ে সম্মানিত যুব সংগঠনে পরিণত করেছে। বিগত কয়েক দশক ধরে, এই আন্দোলন যুব উন্নয়নের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রশাসনের অধীনে সরাসরি পরিচালিত এই সংস্থাটি প্রজন্ম ধরে সাধারণ শিশুদের দায়িত্বশীল, সাহসী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে, যারা সর্বদা দেশের সেবা করতে প্রস্তুত।

এই অবিশ্বাস্য যাত্রার দরজা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, রেলওয়ে কর্মচারীদের সন্তান এবং স্থানীয় যুবসমাজ সহ সকলের জন্য উন্মুক্ত। অভিভাবকেরা খুব সহজেই হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদার মতো প্রধান ডিভিশনগুলিতে অবস্থিত নিকটবর্তী ইস্টার্ন রেলওয়ে জেলা সদর দপ্তরে গিয়ে তাদের সন্তানদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুরা কাব এবং বুলবুল হিসেবে যোগ দিতে পারে, ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সে স্কাউট ও গাইড হিসেবে এগিয়ে যেতে পারে এবং সবশেষে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত রোভার ও রেঞ্জার হতে পারে।

স্কাউটিং কেবল শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ এটি আউটডোর বা বহিরাঙ্গন অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে শিক্ষার ওপর জোর দেয়। সুপরিকল্পিত সপ্তাহান্তের ক্যাম্প এবং সমাবেশের মাধ্যমে তরুণ সদস্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা, গিঁট বাঁধা, মানচিত্র পঠন এবং জরুরি উদ্ধার কাজের মতো প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করে। এই ব্যবহারিক দক্ষতার পাশাপাশি, শিশুরা হাইকিং, নাইট ক্যাম্পিং, তারামণ্ডল পর্যবেক্ষণ, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক উৎসবের মতো প্রাণবন্ত পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়, যা তাদের দলগত কাজ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সমাজসেবার মূল্যবোধ শেখায়।

এই সংস্থায় যোগদান করা একটি শিশুর ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার জন্যও একটি বড় বিনিয়োগ। উচ্চ-কৃতিত্ব অর্জনকারী সদস্যরা মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেতে পারেন, যা ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় এবং যেকোনো জীবনবৃত্তান্তে একটি দুর্দান্ত মাত্রা যোগ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভারতীয় রেলওয়ে তার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস কোটা সংরক্ষণ করে, যা প্রত্যয়িত সদস্যদের একচেটিয়া অগ্রাধিকার এবং নিরাপদ সরকারি চাকরির জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদ প্রদান করে।

এই আন্দোলনের মহৎ লক্ষ্য তুলে ধরে শিবরাম মাঝি, যিনি ইস্টার্ন রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের রাজ্য সম্পাদক এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের দ্বৈত দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি জানান, তরুণ প্রজন্মের আত্মনির্ভরশীলতা এবং অন্যকে সাহায্য করার বিশুদ্ধ আনন্দ শেখানোর মাধ্যমে তাদের চরিত্র গঠন করাই মূল লক্ষ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই তরুণ সদস্যদের নিষ্ঠা সত্যিই অতুলনীয়। ব্যাপক ব্যক্তিগত বিকাশের পাশাপাশি এই অনন্য প্ল্যাটফর্মটি ভারতীয় রেলওয়ের নিরাপদ নেটওয়ার্কের মধ্যে সরাসরি চাকরির সুযোগ সহ অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারের পথ খুলে দেয়

সচিব বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে কলকাতা পৌরসংস্থায় একের পর এক কমিশনার পরিবর্তনের পর্ব চলার পর, এবার নির্বাচনের পর কলকাতা পৌরসংস্থার সেক্রেটারি বদলের পর্ব শুরু হল। ২১ মে বর্তমান সচিব স্বপন কুমার কুণ্ডুকে সরিয়ে দিয়ে নতুন সচিব হলেন কিশোর কুমার বিশ্বাস। তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন। কেএমসি'র সেক্রেটারি স্বপন কুমার কুণ্ডুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল স্টেট গেজেটিয়ার্স বিভাগের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি(ওএসডি) পদে। শ্রী কুণ্ডু ২০২৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতা পৌরসংস্থার সচিব হয়ে আসেন। নবান্ন'র কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর ২১ মে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কথা জানিয়েছে। এদিকে কোনও জরুরি পরিস্থিতি ছাড়াই কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর মাসিক অধিবেশন শুরুর মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে অধিবেশন স্থগিত করে দেওয়া হল।

১৮ মে আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম দিবস উপলক্ষ্যে সুন্দরবনের পরিবেশ এবং ঐতিহ্য সমরক্ষণের বিষয়কে মাথায় রেখে আই-লিড একটি সুন্দরবন জাদুঘরের প্রাথমিক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এরপর গোসাবায় আর্ন্তজাতিক মানের একটি যাদুঘরের আত্মপ্রকাশ হবে। এদিন সুন্দরবন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন সখস্থার প্রধান প্রদীপ চোপড়া, সায়ন্তন কাঞ্জিলাল সহ 'টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভলপমেন্ট'-এর সম্পাদক প্রবীর মহাপাত্র। **ছবি : নিজস্ব**

বার্তা

নিম্নগামী : গত দেড় দশকে কলকাতা ও মফসসল জুড়ে অত্যন্ত নিম্ন মানের ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে নামী শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দৃশ্যদূষণ নির্মূল করবে কে? রুবি, ই এম বাইপাস। **ছবি : বরুণ মণ্ডল**

জন্ম বার্ষিকী : ২২ মে রাজা রামমোহন রায়ের ২৫৪ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রামমোহন পুরস্কার প্রদান করা হয় সিআইএসসিইর চেয়ারম্যান ড. জি ইমানিউ এবং সাহিত্যিক স্বরঞ্জিত চক্রবর্তীকে। নজরুল মঞ্চের এই অনুষ্ঠানে কৃষ্ণা বিশ্বাস মেমোরিয়াল স্কলারশিপ প্রদান করা হয় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের। রামমোহন মিশন স্থাপন হয়েছিল বাল্যবিবাহ, নারী ভ্রূণ হত্যা, শিশুশ্রম, যৌতুক এবং নারী সুরক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে। এই স্কুল এখন কলকাতার একটি নামী প্রতিষ্ঠান। **ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র**

বিজয় মিছিল : সম্প্রতি কয়েক লক্ষ লোক নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির এক বিজয় মিছিল হয় বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের শ্যামপুর মোড় থেকে বাটার মোড় হয়ে বাটার গঙ্গার ধার পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে। এই মিছিলের প্রধান উদ্যোক্তা প্রাক্তন বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি উমেশ দাস এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য পিন্টু দাস, তুলিকা চৌধুরি এবং পুরনো দিনের ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। **ছবি : নিজস্ব**

জনজাতীয় গরিমা উৎসব : সম্প্রতি ভারত সরকারের জন ভাগীদারি অভিযান প্রকল্পের অধীনে সোনারপুর ব্লকের বয়নালা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল 'জনজাতীয় গরিমা উৎসব'। স্থানীয় আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি, যুবক-যুবতী এবং মহিলারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তারা পরিবেশন করেন আদিবাসীনৃত্য এবং আদিবাসী সংগীত। আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন, জাতিগত সাংসাপত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে উদযাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অভিষেক তিওয়ারি, সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক রূপা গাঙ্গুলী, সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক দেবাশীষ ধর এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। **ছবি : অরুণ লোধ**

নয়া বিধায়কদের শিক্ষা, বয়স ও সম্পত্তির খতিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস্ এবং পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর ২৯৩ জন বিজয়ী বিধায়কের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হলফনামা বাদে বাকি ২৯২ জনের স্ব-ঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণ করে যে প্রতিবেদন তুলে ধরেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টির মোট বিজয়ী সদস্য ২০৭ জন, তৃণমূল কংগ্রেসের মোট বিজয়ী সদস্য ৮০ জন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের(আইএনসি) মোট বিজয়ী সদস্য ২ জন, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির(এআইইউপি) মোট বিজয়ী সদস্য ২ জন, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার(মার্ক্সবাদী) মোট বিজয়ী সদস্য ১ জন এবং অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের(এআইএসএফ) মোট বিজয়ী সদস্য ১ জন।

ওই প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিজয়ী সদস্যদের মধ্যে ৯২ জন(৩২ শতাংশ) বিজয়ী সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস(পঞ্চম শ্রেণি পাস ২ জন, অষ্টম শ্রেণি পাস ১৭ জন, মাধ্যমিক পাস ২৭ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস ৪৬ জন) বলে হলফনামায় ঘোষণা করেছেন। ১৮৫ জন(৬৩ শতাংশ) বিজয়ী সদস্য স্নাতক বা তার বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতা(স্নাতক ৭৭ জন, পেশাগত স্নাতক ৩৫

জন, স্নাতকোত্তর বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ৬৬ জন এবং ডক্টরেট রয়েছেন ৭ জন) থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। ৯ জন বিজয়ী সদস্য ডিপ্লোমাধারী। ৫ জন বিজয়ী সদস্য নিজেদের কেবল স্বাক্ষর হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং ১ জন বিজয়ী সদস্য নিজেকে নিরক্ষর হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

বিজয়ী সদস্যদের বয়সের বিবরণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ৪৬ জন(১৬ শতাংশ) বিজয়ী সদস্য তাদের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের(২৫-৩০ বছরের মধ্যে আছেন ৪ জন আর ৩১-৪০ বছরের মধ্যে আছেন ৪২ জন) মধ্যে ঘোষণা করেছেন। ১৮৪ জন(৬৩ শতাংশ) বিজয়ী সদস্যের বয়স ৪১ থেকে ৬০ বছরের(৪১-৫০ বছরের মধ্যে আছেন ৯৮ জন আর ৫১-৬০ বছরের মধ্যে আছেন ৮৬ জন) মধ্যে ঘোষণা করেছেন। ৫৯(২০ শতাংশ) বিজয়ী সদস্য রয়েছেন, যাদের বয়স ৬১ থেকে ৮০ বছরের(৬১-৭০ বছরের মধ্যে আছেন ৪৫ জন এবং ৭১-৮০ বছরের মধ্যে আছেন ১৪ জন) মধ্যে ঘোষণা করেছেন। এছাড়া ৩ জন বিজয়ী সদস্য তাঁদের বয়স ৮০ বছরের বেশি বলে ঘোষণা করেছেন।

পুরুলিয়া জেলার মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী বিজেপি বিধায়ক ময়না মুর্মুর বয়স মাত্র ২৭ বছর। মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী বিজেপি বিধায়ক মিতালি মালের বয়স মাত্র ২৮ বছর। হুগলি জেলার তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী বিজেপি বিধায়ক প্রাক্তন সাংবাদিক সন্তু পানের বয়স ২৯ বছর। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক আবদুল আজিজ ডক্টরের বয়স ৩০ বছর।

আবার, মালদহ জেলার রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের বয়স ৮৪ বছর। কলকাতা দক্ষিণ জেলার বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বয়স ৮২ বছর। দক্ষিণ ২৪ জেলার মেটিয়াব্রুজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক আবদুল খালেক মোল্লার বয়স ৮১ বছর।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিজয়ী প্রার্থীদের লিঙ্গভিত্তিক বিবরণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিশ্লেষিত ২৯২ জন বিজয়ী সদস্য-সদস্যার মধ্যে ৩৭ জন(মাত্র ১৩ শতাংশ) হলেন নারী। ২০২১ সালের বিশ্লেষিত ২৯২ জন বিজয়ী সদস্যসদস্যার মধ্যে ৪০ জন(১৪ শতাংশ) বিধায়ক ছিলেন নারী।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিশ্লেষিত পুনর্নির্বাচিত বিধায়কের সংখ্যা ১০২ জন। কলকাতা পৌর এলাকার ১৬ জন বিধায়কের বয়স ও মোট সম্পত্তির(কমিশনে জমা করা হলফনামানুযায়ী) পরিমাণ কত? কলকাতা উত্তর জেলার চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের(বয়স : ৫৭) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০,৪৮,৭০,৩২৬ টাকা। এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সন্দীপন সাহার(বয়স:৪৭) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১১,৯৩,৭৯,৮২২ টাকা। বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কুণাল কুমার ঘোষের(৫৮) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪,১২,৬৫,০০৭ টাকা। জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিজয় ওঝার(বয়স:৫২) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২,২৫,৬০,৯৮৫ টাকা। শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তীর(বয়স:৪২) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৭১,৫৩,৪০০ টাকা। মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তাপস রায়ের(বয়স:৭০) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪,০১,৮৯,১১৩ টাকা। এবং কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারির(বয়স: ৫৪) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১,২৭,১১,১৯৮ টাকা।

এবার কলকাতা দক্ষিণ জেলার কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ফিরহাদ হাকিমের(বয়স : ৬৭) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২২,৫৭,৫৩,১৫৯ টাকা। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর(বয়স : ৫৭) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৮৫,৮৭,৬০০ টাকা। রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্তের(বয়স: ৭০) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩,০৮,০০,৩৭৬ টাকা। বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের(বয়স : ৮২) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩,৯০,৪৯,১৬০ টাকা।

সংযুক্ত কলকাতার কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জাভেদ আহমেদ খানের(বয়স : ৬৯) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৯,৫৩,৫৩,৮২৬ টাকা। যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের(বয়স : ৫৬) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৮৬,০০,১১৭ টাকা। টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পাপিয়া দে অধিকারীর(বয়স : ৬৪) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪,১৭,৯২,৫২০ টাকা। বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শঙ্কর সিকদারের(বয়স : ৫৫) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩,৩৯,০৬,০০০ টাকা। এবং বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ'য়ের(বয়স : ৩৭) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩,৩৩,৭৩,৬৫৪ টাকা।

সাড়া ফেলেছে প্রতিবন্ধী সমীরের হস্তশিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলার কেঞ্জাকুড়া মুড়ি মেলার জন্য যেমন এই গ্রাম বিখ্যাত। এবং বাসন ও কাঠশিল্পও সমানভাবে নজর কাড়ে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে হাতের কাজের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক ও বাহক শিল্পী সমীর কর্মকার।

সমীর কর্মকারের ছোট্ট কারখানায় ঢুকলেই চোখে পড়ে শিল্পের এক অন্য জগৎ। কাঠ ও বাঁশের নিপুণ ছোঁয়ায় এখানে তৈরি হচ্ছে গণেশ ঠাকুরের মূর্তি, নৌকা, আদিবাসী জনজাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি, চাবির রিং, গরুর গাড়ি সহ নানা ধরনের হস্তশিল্প। প্রতিটি কাজেই রয়েছে সূক্ষ্মতা, পরিশ্রম আর একান্ত ভালোবাসার ছাপ।

প্রায় ২০ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সমীরবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা। এই শিল্পই তাঁদের জীবিকার মূল ভরসা। তৈরি হওয়া সামগ্রী শুধু স্থানীয় বাজারেই সীমাবদ্ধ নয়– দীঘা, পুরী, কলকাতা, মুকুটমণিপুর, শুশুনিয়া, বিহারীনাথ সহ রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র এবং দেশের নানা প্রান্তে পৌঁছে যায় এই গ্রামীণ শিল্প।

তবে জীবনের পথে বাধাও এসেছে। একটি দুর্ঘটনার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই আগের মতো কাজ করতে পারেন না সমীর কর্মকার। তবুও থেমে থাকেননি তিনি। তাঁর কারখানায় বর্তমানে ১০ থেকে ১২ জন শিল্পী কাজ করছেন, যাদের ওপর নির্ভর করেই চলছে এই উদ্যোগ। কারখানার কর্মী অর্জুন কর্মকার জানান,'প্রায় ২০ বছর ধরে আমরা এই কাজ করছি। আমাদের তৈরি জিনিসপত্র রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যায়, এমনকি বাইরেও যায়। এটাই আমাদের জীবিকা।"

সমীর কর্মকার নিজেও বলেন, 'দুর্ঘটনার পর আগের মতো কাজ করতে পারি না, কিন্তু আমার কারখানায় অনেকেই কাজ করছে। এই কাজই আমাদের সংসার চালানোর ভরসা।' গ্রামীণ বাংলার এই চিত্র যেন একদিকে ঐতিহ্যের, অন্যদিকে সংগ্রামের। আধুনিকতার ভিড়ে যখন অনেক হস্তশিল্প হারিয়ে যাওয়ার পথে, তখন কেঞ্জাকুড়ার এই শিল্পীরা তাদের দক্ষতা ও অধ্যবসায় দিয়ে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। কেঞ্জাকুড়ার এই কাঠ ও বাঁশের শিল্প শুধু পণ্য নয়, এটি এক জীবন্ত ইতিহাস– যেখানে মিশে আছে মানুষের ঘাম, পরিশ্রম এবং টিকে থাকার লড়াই।

বিবেক জ্যোতির রবীন্দ্রজয়ন্তী

মুগ্ধ করল সাঁওতালি ভাষায় 'ডাকঘর'

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার অন্তর্গত বাগডিহা গ্রামে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৭ মে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিবেক জ্যোতি শিক্ষা কেন্দ্রে। সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে রবীন্দ্রচর্চায় মেতে ওঠেন এলাকার মানুষজন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক তথা আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডঃ দীপককুমার বড় পণ্ডা, সাংবাদিক সোমনাথ পাল, বিবেক জ্যোতি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক অসিত মণ্ডল ও ঝর্ণা মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ বিউটি কর্মকার, আবৃত্তিকার সুমনা মণ্ডল, বিষ্ণুপুর পৌরসভার কর্মী মানব কুমার কাইতি, শিবু সোরেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শুরুতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শুশুনিয়া ঐকতানের কর্ণধার ও নাট্যকার কৌশিক মণ্ডল। গোটা অনুষ্ঠানের সর্বত্রভাবে ব্যাবস্থাপনা করে গেছেন আলিপুর বার্তার বাঁকুড়া জেলা প্রতিনিধি সুকান্ত কর্মকার এবং তার সহকর্মী সন্দীপ কর্মকার ও সৌমেন কর্মকার। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সৌনক প্রামাণিকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এরপর পর্যায়ক্রমে পরিবেশিত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও নানা সাংস্কৃতিক পর্ব।

অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক 'ডাকঘর'। নাটকটির একটি ছোট অংশ নাট্যকার কৌশিক মণ্ডলের পরিচালনায় আদিবাসী ছেলে–মেয়েরা নিজেদের ভাষায় মঞ্চস্থ করে। এই অভিনব উপস্থাপনা দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়। এলাকার বাসিন্দারা এমন ব্যতিক্রমী ও শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, রবীন্দ্রচর্চার পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি ও আদিবাসী ভাষার সংমিশ্রণে এই অনুষ্ঠান এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

উল্লেখ্য এর আগে ৯ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তির ঝড়খালির বিবেক জ্যোতি শিক্ষাকেন্দ্রে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করে কচিকাঁচা পড়ুয়ারা। পরিচালনায় ছিলেন এই কেন্দ্রের শিক্ষক–শিক্ষিকারা।

এইমস্ কল্যাণীর সহযোগিতায় চিকিৎসা শিবির

কল্যাণ রায়চৌধুরী : এইমস্ কল্যাণীর সহযোগিতায় দাদিওয়ালা আদিবাসী গ্রামে আয়োজিত চিকিৎসা শিবিরের প্রতিবেদন মানবিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, ৪৫৯ 'ফিল্ড হাসপাতাল অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস কল্যাণী'র সহযোগিতায় ১৯ মে দাদিওয়ালা আদিবাসী গ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই চিকিৎসা শিবিরে মোট ১৭০ জন অংশগ্রহণ করেন। পুরুষ–৬৪ জন, মহিলা–১০১ জন, শিশু–০৫ জন এই শিবিরের লক্ষ্য ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। ৪৫৯ ফিল্ড হাসপাতাল এবং এইমস্ কল্যাণীর চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্যসেবা দল গ্রামবাসীদের চিকিৎসা পরামর্শ, স্ক্রিনিং, চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সেবা প্রদান করেন।

শিবির চলাকালীন নিম্নলিখিত চিকিৎসা কার্যক্রমগুলি পরিচালিত হয়েছিল: (ক) সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা (খ) চক্ষু পরীক্ষা (গ) দন্ত পরীক্ষা (ঘ) ৩৫ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের জন্য ক্যান্সার স্ক্রিনিং (ঙ) বিনামূল্যে ল্যাবরেটরি পরীক্ষা (চ) বয়স্ক ব্যক্তি এবং শিশুদের রোগের প্রোফাইলিং শিবির চলাকালীন নিম্নলিখিত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছিল : মেডিকেল–৫২, সার্জিক্যাল–১৪, ইএনটি–২২, চক্ষু–২৪, গাইনি–৩২, দন্ত–২৬ সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়েছিল। যেসব রোগীর বিশেষায়িত চিকিৎসা এবং আরও মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল, তাদের চিহ্নিত করে এইমস্ কল্যাণীসহ টারশিয়ারি কেয়ার সেন্টারগুলিতে উচ্চতর ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই চিকিৎসা শিবিরটি স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছিল এবং উপজাতীয় অঞ্চলে বেসামরিক–সামরিক সহযোগিতা ও স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছিল। এই উদ্যোগটি অসংক্রামক রোগ এবং সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন, এমন নারী–সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি দ্রুত শনাক্ত করতেও সহায়তা করেছিল।

ধারাবাহিক মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, ত্রৈমাসিক চিকিৎসা শিবির পরিচালনা এবং উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে অভাবী রোগীদের চিকিৎসার সুবিধা প্রদানের জন্য ৪৫৯ ফিল্ড হাসপাতাল কর্তৃক দাদিওয়ালা আদিবাসী গ্রাম দত্তক নেওয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে। অনুষ্ঠানটি সামাজিক দায়বদ্ধতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রত্যন্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কল্যাণের প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অব্যাহত অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করেছে।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ হলে শ্রুতি অলেখ্যর উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব সম্পাদক পার্থ মিলের সুষ্ঠ পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন মহারানী কাশীশ্বরী কলেজের অধ্যক্ষা সীমা চক্রবর্তী। সংবর্ধনা জানানো হয় প্রণব ব্যানার্জীকে সঞ্চালক ছিলেন জোনাকীদি। উৎপল সেনগুপ্ত রচিত 'শাশুড়ী মৌখার গল্প' শ্রুতি নাটকটি সাফল্যের সাথে পরিবেশন করেন স্বপ্নাশীষ সাহা, অর্পিতা সাহা, সুরিতা সাহা , শম্পা চক্রবর্তী, জয়তী মুখার্জী প্রমুখ। উদ্যোক্তা 'অনুষা কালচারাল অ্যাকাডেমি' এছাড়া প্রতিভাবান শিল্পীরা নৃত্য, আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক সাফল্যের সহিত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে অসংখ্য দর্শক ও শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ মে শেষ হল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ইন্টার স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ। ৯ মে থেকে ১২টি বিদ্যালয়ের ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী এই নাট্যকর্মশালা অংশ নিয়েছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থা সভাপতি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য এবং দেবব্রত মজুমদার প্রমুখ। শেষদিনে উপস্থিত ছিলেন নীরেশ ভৌমিক, পাঁচু গোপাল হাজরা, সুদিন গোলদার, আশিস কুমার ঘোষ, দেবাশীষ মণ্ডল। কো–অর্ডিনেটর ছিলেন সৌরদীপ ব্যানার্জি। এবারে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। কবিগুরুর 'বীরপুরুষ'। এছাড়াও 'অভাব' দর্শকদের কাছে নাটকটি প্রশংসিত হয়। ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, রবীন্দ্র নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে কবি প্রণাম হয়। নৃত্য পরিবেশন করেন অঞ্জলি মৃধা, শ্রেয়সী মৃধা, দিয়া মিস্ত্রি, রাজ্যশ্রী দাস। আবৃত্তি করেন আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য্য। শেষে অংশ গ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই কর্মকাণ্ডে যারা সহযোগিতা করেছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, দেবব্রত মজুমদার, ঋতুপর্ণ মুখার্জী, শুভদীপ দাস, সাগ্নিক বিশ্বাস, দিয়া দাস, শ্রাবন্তীকা ঘোষ, সৃজিতা রক্ষিত।

মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ মে মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের সহায়তার উদ্দেশ্যে এক মহৎ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে সংস্থার বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকারও শুভ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয় গীতাঞ্জলি কমপ্লেক্সে। ছোট্ট বন্ধু ঈশানের কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অতিথিদের ব্যাজ, উত্তরীয়, সবুজের বার্তাবাহক গাছ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সমাজসেবামূলক এই কর্মসূচিতে বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের জন্য ছিল ফুল পুষ্টিকর খাদ্য এবং কৃতজ্ঞতার স্মারক। রক্তদাতাদের উৎসাহ ও মানবিক মনোভাব অনুষ্ঠানে এক বিশেষ আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিবিরের সংগৃহীত রক্ত থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হবে।

অনুষ্ঠানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত মানস কুমার বন্দোপাধ্যায়, শিক্ষারত্ন প্রাপক শুভেন্দু ঘোষ, বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সেলিম মোল্লা, বহড়ু পথের আলোর সত্যজিৎ গিরি, ফোয়েনিক্সের শ্রীরূপ মুখার্জি, সংগীতা রায়চৌধুরী, সৌম্যদীপ দে, মথুরাপুর হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বেনীমাধব মাঝি, রক্ত যোদ্ধা সুদীপ মণ্ডল, সুদীপ্ত মণ্ডল, গীতাঞ্জলি কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ অশোক কুমার বিশ্বাস এবং থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সহ–সম্পাদক কালিদাস নস্কর প্রমূখ।

হাওড়ায় কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট সঞ্চালিকা দেবশ্রী চক্রবর্তী পরিচালিত 'দেভ্যানশ ইভেন্টস এন্ড এন্টারটেনমেন্টস' আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত হল হাওড়ার মিশন বোধোদয় ইন্টারন্যাশনাল কুসুম মঞ্চ প্রাঙ্গণে। বুধবার সন্ধ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন হাওড়া পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ বিভাস হাজরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট শিল্পীরা।

কৃষ্টিলোক সংস্কৃতি গোষ্ঠীর সাহিত্যসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রিন্ট মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় পূজা বা বিশেষ দিন উপলক্ষে নানান পত্র পত্রিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এমনকি বহু বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ও বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হত নতুন প্রজন্মের কথা ভেবে কিন্তু বর্তমানে পত্রিকার ছাপানো খরচ সহ মনমানসিকতার অভাবে সেই সমস্ত দিনের আনন্দ আজ বিলুপ্তির পথে। লোকপুর কৃষ্টিলোক সংস্কৃতি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৭ মে উক্ত সংগঠনের উদ্যোগে লোকপুর রামধনু পাবলিক স্কুলে একটি বিশেষ সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুষ্প নিবেদন ও শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয়। সংগঠনের চিন্তাভাবনা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পুরাতন প্রজন্মের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সাহিত্যের পরিবেশ পরিস্থিতি বজায় রাখা। এলাকায় যুব গোষ্ঠী সহ সাহিত্য প্রেমীদের একটা মঞ্চ তৈরি করা। সুস্থ সংস্কৃতি পরিবেশ বজায় রাখতে সাহিত্যের চর্চা বাড়িয়ে তোলা। উপস্থিত ছিলেন কবি সুবোধ বাগদী, অহিভূষণ মণ্ডল, প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক কবি শিল্পীবৃন্দ। সকলের হাতে সদ্য প্রকাশিত কৃষ্টিলোক সাহিত্য পত্রিকাটি সকলের হাতে তুলে দেন পত্রিকার সম্পাদক সুনীলকুমার সাহা। এছাড়া কৃষ্টিলোকের পক্ষে ছিলেন সম্পাদক সিদ্ধার্থ দত্ত, সহ সম্পাদক অভিজিত দত্ত, সদস্য সৌরভ দাস, মিন্টু দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কবি ও লেখকদের স্বরচিত কবিতা পাঠ ও গল্প পাঠের মাধ্যমে আসরটি জমজমাট হয়ে ওঠে। সবশেষে কৃষ্টিলোকের সম্পাদক বর্তমান সময়ে এধরনের সাহিত্য সভার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। লোকপুর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যারা লেখালেখি করেন এবং সাহিত্যিক ব্যক্তি তাদের সকলকে এইধরনের সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণে আহ্বান জানান। তিনি আরো জানান, আগামীদিনে নতুন প্রজন্মকে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে।

অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে সাইকেলে বিশ্বজয় সোমেনের

প্রশান্ত সরকার : সুন্দরবনের মাটিতে জন্ম নেওয়া এক সাধারণ পরিবারের যুবক সোমেন দেবনাথ। সীমাহীন সাহস, অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে সঙ্গী করে তিনি বিশ্বের ১৯১টি দেশ সাইকেলে ভ্রমণ করে এক অনন্য নজির গড়েছেন। দীর্ঘ ১৯ বছরের ঐতিহাসিক বিশ্বভ্রমণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর এবার তিনি আবারও নতুন এক মহাযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী ২০২৬ সালের ২৭ মে থেকে ২০২৭ সালের ২৭ মে পর্যন্ত ভারতের ২৮টি রাজ্য এবং ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে তিনি শুরু করতে চলেছেন এক বিশেষ সাইকেল অভিযান, যার মূল বার্তা – 'পুনর্মিলন ভারত', 'এক বৃক্ষ এক জীবন' এবং 'ভারতীয় যুবসমাজ ও ক্রীড়া'।

সোমেন দেবনাথের এই দীর্ঘ বিশ্বভ্রমণের সূচনা হয়েছিল ২০০৪ সালের ২৭ মে। 'এইচআইভি/এইডস সচেতনতা কর্মসূচি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উপর সেমিনার'—এই সামাজিক বার্তাকে সামনে রেখেই তিনি সাইকেলে চেপে বেরিয়ে পড়েন বিশ্ব জয়ের অভিযানে। প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন শুধুমাত্র মানবতা, সচেতনতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁর এই অসাধারণ যাত্রার নাম ছিল "ওয়ার্ল্ড বাইকিং ওডিসি"। এই বিশ্বভ্রমণে তিনি এশিয়ার ২৮টি দেশ, ইউরোপের ৪৪টি দেশ, আফ্রিকার ৫২টি দেশ, দক্ষিণ আমেরিকার ১২টি দেশ, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকার ২৩টি দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া ও ওশেনিয়ার ১৪টি দেশ পরিভ্রমণ করেন। শুধু দেশ ভ্রমণ নয়, প্রতিটি জায়গায় তিনি মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন এবং এইচআইভি/এইডস সচেতনতা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রায় ৭০০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা এই যাত্রায় তিনি ২ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর সময় তাঁকে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কখনও তীব্র ঠান্ডা, কখনও মরুভূমির প্রখর গরম, কখনও ভাষার সমস্যা, আবার কখনও আর্থিক সংকট – সব বাধা অতিক্রম করেই তিনি নিজের লক্ষ্যপূরণে অবিচল থেকেছেন। তাঁর এই লড়াই শুধু একজন সাইক্লিস্টের নয়, বরং এক সমাজসচেতন মানুষের সংগ্রামের গল্প, যিনি নিজের জীবনের বড় একটা অংশ উৎসর্গ করেছেন সমাজ ও দেশের মানুষের জন্য। ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর নিজের জন্মভূমি সুন্দরবনের বাসন্তীতে ফিরে আসেন। তাঁর ফিরে আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় মানুষ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বে গর্ব প্রকাশ করেন।

তবে বিশ্বভ্রমণের আগে থেকেই সোমেন দেবনাথের যাত্রা শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষের মাটিতে। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে তিনি ভারতের ২৮টি রাজ্য এবং ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সাইকেলে ভ্রমণ করেছিলেন। সেই সময় দেশের ২৫ জন মুখ্যমন্ত্রী এবং ২৬ জন রাজ্যপাল তাঁকে সংবর্ধনা জানান। তাঁর অসাধারণ সাহস ও সামাজিক উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। তাঁদের আশীর্বাদ ও উৎসাহ তাঁর যাত্রাপথকে আরও দৃঢ় করেছে বলে তিনি মনে করেন। এবার তাঁর নতুন ভারত যাত্রার মূল লক্ষ্য শুধু ভ্রমণ নয়, বরং সমাজের মধ্যে এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। 'পুনর্মিলন ভারত' কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি দেশের মানুষকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার আহ্বান জানাতে চান। 'এক বৃক্ষ এক জীবন' প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব এবং বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে চান। পাশাপাশি 'ভারতীয় যুবসমাজ ও ক্রীড়া' উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের যুবকদের খেলাধুলা ও সুস্থ জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট করার বার্তা দিতে চান। সোমেন দেবনাথ জানিয়েছেন, আজকের দিনে যুবসমাজের মধ্যে হতাশা, বিভাজন এবং সামাজিক অবক্ষয়ের যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন ইতিবাচক চিন্তা, শারীরিক সক্ষমতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা। তাঁর মতে, খেলাধুলা ও ভ্রমণ মানুষের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। সেই কারণেই তিনি তাঁর আগামী যাত্রাকে শুধুমাত্র একটি সাইকেল অভিযান হিসেবে নয়, বরং এক সামাজিক আন্দোলন হিসেবে দেখতে চান। তিনি আরও জানান, সুন্দরবনের মতো প্রাকৃতিকভাবে বিপন্ন অঞ্চলের মানুষদের জন্য পরিবেশ রক্ষা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন, নদীভাঙন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সুন্দরবনের মানুষের জীবন প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে পড়ছে। তাই 'এক বৃক্ষ এক জীবন' কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চান। বর্তমানে তিনি তাঁর আগামী যাত্রার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। দেশের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ক্রীড়া সংস্থা এবং শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখছেন। পাশাপাশি তিনি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আশীর্বাদ ও সমর্থন কামনা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতা থাকলে এই নতুন যাত্রাও সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সুন্দরবনের এক সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও সোমেন দেবনাথ আজ বিশ্ব দরবারে এক অনন্য পরিচিতি তৈরি করেছেন। তাঁর জীবনসংগ্রাম ও সাফল্য নতুন প্রজন্মের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা। সমাজসচেতনতা, পরিবেশ রক্ষা এবং জাতীয় ঐক্যের বার্তা নিয়ে তাঁর এই নতুন ভারত যাত্রা যে দেশের মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করবে, তা বলাই যায়।

পুস্তক সমালোচনা

যুগে যুগে আসেন তিনি

বিধান সাহা : চল্লিশটি গান নিয়ে মানস চক্রবর্তীর সংকলন গ্রন্থ 'যুগে যুগে আসেন তিনি'। গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন চন্দন চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন,'যুগে যুগে আসেন তিনি' বইটি ভক্তিরসের ওপর আধারিত। কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যায় এই ধরনের গান লিখতে কবি সিদ্ধহস্ত।

গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আনন্দে আজ মাতলো গোকুল'। ধরণীতে কৃষ্ণের আগমন বার্তা সূচিত হয়েছে এই চোদ্দ পংক্তির কবিতাটিতে। শেষ পর্বে চমৎকার বলা হয়েছে, ন্যায় দিতে আর প্রেম বিলাতে এলেন নারায়ণ। কৃষ্ণ তথা হরিকে নিয়ে আরও কয়েকটি কবিতা পরিবেশিত হয়েছে।

ভোলানাথ, মা কালী, রামকৃষ্ণ, অনুকূল ঠাকুরকে নিয়ে রচিত কবিতা আমাদের ভক্তিরসে ভরিয়ে তোলে। বাবা লোকনাথকে নিয়ে একাধিক কবিতা পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষ কবিতা ত্রিকালদর্শী লোকনাথ। বাবা লোকনাথের প্রাসঙ্গিকতা ফুটে উঠেছে চোদ্দ পংক্তির এই কবিতাটিতে। শেষ পংক্তিতে কবি বলেছেন, কলিকালের শিব যে তিনি, সব মানুষই মানে।

দেবদেবী ও অবতারদের মাহাত্ম্যসূচক কবিতা রচনা খুব সহজ কথা নয়। সেই কঠিন কাজটি সহজে সম্পন্ন করেছেন কবি মানস চক্রবর্তী। প্রতিটি কবিতাই শিরোনাম যুক্ত। অনুপ মণ্ডলের রঙিন প্রচ্ছদ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাতায় পাতায় শিল্পীর অলংকরণ কবিতাগুলিকে মূর্ত করে তুলেছে। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে।

●যুগে যুগে আসেন তিনি – মানস চক্রবর্তী। প্রকাশক: তোমরাই প্রেরণা প্রকাশনী, উত্তর বাওয়ালি, নোয়াখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মূল্য – ৫১ টাকা মাত্র।

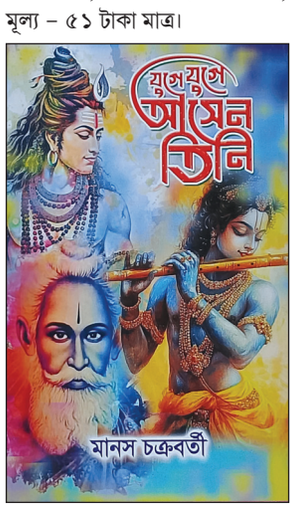

আতশ কাচে

বাগান কোয়ার্টারে

মোহনবাগান জে সি মুখার্জী ট্রফি টি২০ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। হাওড়ার ডুমুরজলায় প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান ১৩৯ রানে রাজস্থান ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছে। ভবানীপুর, কালীঘাট ও খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব এই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে ভবানীপুর ক্লাব পাঁচ উইকেটে মহমেডান স্পোর্টিংকে, কালীঘাট ক্লাব ৪ উইকেটে এরিয়ানকে, খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব ৩৫ রানে বড়িশা স্পোর্টিংকে পরাজিত করেছে।

দেহসৌষ্ঠবের লড়াই

শেওড়াফুলির তরুণ সংঘের উদ্যোগে সারা বাংলা আমন্ত্রণ মূলক দেহ সৌষ্ঠব ও মেন্স ফিজিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাঁচটি ওজন বিভাগে দেড়শো প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। হাওড়ার অভিষেক গুপ্ত চ্যাম্পিয়ন্স হয়েছেন। রানার্স আপ হয়েছেন নদিয়ার অভিজিৎ বিশ্বাস। মেন্স ফিজিক বিভাগে শুভজিৎ দাস বিজয়ী হয়েছেন। প্রাক্তন মিস্টার ইন্ডিয়া দামোদর চ্যাটার্জী, অঞ্জন মিত্র ,তাপস দত্ত প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ক্রীড়ামন্ত্রীর বার্তা

যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গত ডিসেম্বর মাসে লিওনেল মেসিকে দেখতে এসে যেসব দর্শকরা বঞ্চিত হয়েছিলেন তাদের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে ক্রীড়ামন্ত্রী

নিশীথ প্রামাণিক জানিয়েছেন। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি ম্যাচ দেখতে এসে তিনি বলেন ওই ঘটনা বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে এক লজ্জাজনক অধ্যায়। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যারা জড়িত তাদের কেউ ছাড়া পাবে না বলে ক্রীড়ামন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন। তিনি বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনীতি মুক্ত করার বার্তা দিয়েছেন।

প্রয়াত জেনিফার

প্রাক্তন আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল খেলোয়াড় জেনিফার পেজ আজ প্রয়াত হয়েছেন। টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজের মা জেনিফার পেজ।দীর্ঘদিন তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন ।বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। প্রাক্তন হকি অলিম্পিয়ান বাবা ভেস পেজের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে মাকেও হারালেন লিয়েন্ডার পেজ। জেনিফার পেজ ১৯৮২ সালে এশিয়ান বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক।

জুনেই শুরু

অবশেষে অপেক্ষার অবসান। ক্রিকেটপ্রেমীদের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে ফের মাঠে ফিরতে চলেছে বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগের তৃতীয় মরশুম। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৫ জুন থেকে শুরু হবে এবারের প্রতিযোগিতা। চলবে ২১ জুন পর্যন্ত। গত দুই মরশুমের সাফল্যের পর এবারও জমজমাট লড়াইয়ের অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

নতুন উদ্যোগ

বাংলার মেয়েদের ক্রিকেটে নতুন দিশা দেখাতে বড় উদ্যোগ নিল বালক সংঘ। মেয়েদের ক্রিকেট কোচিংয়ের পাশাপাশি নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করতে শুরু হচ্ছে বিশেষ ট্রায়াল। আগামী ২৯ মে, প্রাক্তন সিএবি সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার জন্মদিন থেকেই শুরু হবে এই শিবির। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনটি বয়সভিত্তিক বিভাগে ট্রায়াল নেওয়া হবে। সেখান থেকে সেরা দশজন ক্রিকেটারকে বেছে নিয়ে স্পনসর করবে এনসিসি। পাশাপাশি তৈরি হবে বালক সংঘের নিজস্ব মেয়েদের ক্রিকেট দল, যারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করবে।

ক্লাব লাইসেন্সিংয়ে ফেল মোহনবাগান সহ সাতটি ক্লাব

আরিফুল ইসলাম: ভারতের ফুটবল ক্লাবগুলোর স্বচ্ছতা, পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক মান ঠিক আছে কী না, তা দেখে থাকে এআইএফএফের ক্লাব লাইসেন্সসিং কমিটি। এই লাইসেন্স ছাড়া দেশের কোনও ক্লাব জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পেশাদার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। ভারতের আইএসএলের ক্লাবগুলোকে যথাক্রমে প্রিমিয়ার-১ ও আই-লিগ ভুক্ত ক্লাবগুলোকে প্রিমিয়ার-২ ক্যাটেগরিতে বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ মরশুমের জন্য উক্ত ক্লাবগুলোর লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছে কী না, যাচাই করতে গিয়ে ফেডারেশনের উক্ত কমিটি তাদের পরীক্ষা নেয়। সাধারণত অংশগ্রহণ ফি সংক্রান্ত বকেয়া বা আর্থিক বিষয় ঠিকঠাক থাকলে ক্লাবগুলোকে লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্যা থাকলে তারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

অতি সম্প্রতি ফেডারেশনের এই লাইসেন্সসিং কমিটি একটি জরুরি বৈঠকে বসে এবং সেইখানেই তারা এটা পরিষ্কার করে জানায়, আইএসএল ভুক্ত যে ১৪টি ক্লাব খেলে তাদের মধ্যে ফেডারেশনের

৭টা ক্লাব লাইসেন্স পেতে ব্যর্থ হয়েছে। যার মধ্যে কলকাতার ৩ প্রধানের অন্যতম মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আছে। এই লাইসেন্স খারিজ হওয়া বাকি ক্লাবগুলো হল ওড়িশা এফসি, স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি, চেন্নাইয়ান এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স ও ইন্টার কাশী।

বাকি ৭টা ক্লাব পুরোপুরি পাস করতে না পারলেও ফেডারেশন শর্তসাপেক্ষে তাদের ছাড় দিয়েছে। সেই শর্ত অবশ্যই দ্রুত পূরণ করতেই হবে। শর্তসাপেক্ষে এই ক্লাবগুলো হল কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, এফসি গোয়া, জামশেদপুর এফসি, মুম্বাই সিটি এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি ও পঞ্জাব এফসি।

মোহনবাগানের মতো দলের এই সমস্যা হল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে আইএফএফএ-এর এক কর্মকর্তা জানান, ন্যূনতম কোনও আর্থিক সমস্যা না থাকলে লাইসেন্সসিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত সাধারণত নেয় না। মোহনবাগানসহ ৭টি ক্লাবের তেমনই কোনও সমস্যা হয়েছে, তাই উক্ত কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ফেডারেশন এও জানিয়েছে খারিজ বা ফেল করা এই ক্লাবগুলো চাইলে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনরায় আবেদন করতে পারে বা কিছু ছাড় দিয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার আবেদন জানাতেও পারে। সেক্ষেত্রে ফেডারেশন নিশ্চয়ই সহানুভূতির সঙ্গে দেখবে। এখন দেখার এই জটিলতার সমাধান কত দ্রুত মেটে।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ আশীর্বাদ নাকি চাপের পাহাড়

সুমনা মণ্ডল : বিশ্বকাপ ফুটবল মানেই উন্মাদনা, আবেগ আর লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্ন। আর যখন এই বড় আসর নিজের দেশের মাঠে হয়, তখন আয়োজক দলের জন্য পরিস্থিতি দ্বিমুখী হয়ে যায়। একদিকে নিজের মাঠের সুবিধা, পরিচিত আবহাওয়া, সমর্থকদের অসম্ভব উৎসাহ। এগুলোকে বলা হয় বড় আশীর্বাদ। অন্যদিকে পুরো দেশের প্রত্যাশার বিশাল চাপ, যেকোনো ভুলের ফলে যা পুরো দেশকে হতাশায় ডুবিয়ে দিতে পারে। ফিফা বিশ্বকাপের ১৯৩০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ২২টি আসরের ইতিহাস দেখলে এই দ্বৈত চরিত্রটা স্পষ্ট হয়।

ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে স্বাগতিক দল ৬ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এটা মোটেও ছোট সাফল্য নয়। প্রথম বিশ্বকাপেই উরুগুয়ে ১৯৩০ সালে নিজের মাঠে আর্জেন্টিনাকে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৩৪ সালে ইতালি ঘরের মাঠে ট্রফি জিতে। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড ওয়েম্বলিতে জার্মানিকে অতিরিক্ত সময়ে ৪-২ গোলে হারিয়ে একমাত্র বিশ্বকাপ ঘরে তোলে। ১৯৭৪ সালে পশ্চিম জার্মানি, ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনা এবং সর্বশেষ ১৯৯৮ সালে ফ্রান্স (জিনেদিন জিদানের নেতৃত্বে ব্রাজিলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে) ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন হয়। এরপর আর কোনো স্বাগতিক দল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এছাড়া অনেক আয়োজক দল ভালো ফল করেছে। ব্রাজিল ১৯৫০ সালে রানার্স-আপ হয়, সুইডেন ১৯৫৮ সালে ফাইনালে উঠে। চিলি ১৯৬২ সালে তৃতীয়,

জার্মানি ২০০৬ সালে তৃতীয় এবং দক্ষিণ কোরিয়া ২০০২ সালে চতুর্থ স্থানে শেষ করে। মেক্সিকো, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ডসহ অনেক দেশই কোয়ার্টার ফাইনাল বা তার আগে ভালো খেলেছে। সাধারণত দেখা যায়, ঘরের মাঠে দলগুলো তাদের সেরা পারফরম্যান্স দেখায়। কারণ পরিচিত পরিবেশে খেলোয়াড়দের ক্লান্তি কম হয়, ভ্রমণের ঝামেলা থাকে না এবং স্টেডিয়ামে প্রায় পুরোটা সমর্থন থাকে।

কিন্তু সবসময় গল্পটা এত সুন্দর নয়। চাপের উদাহরণও কম নয়। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ আফ্রিকা (২০১০) এবং কাতার (২০২২) গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয়। এটাই আয়োজকদের সবচেয়ে খারাপ ফলাফল। স্পেন ১৯৮২ সালে দ্বিতীয় রাউন্ডে আটকে যায়। যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৪) এবং জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া (২০০২) শেষ ষোলোতে থেমে যায়। ঘরের সমর্থন যেমন খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করে, তেমনি একটা হার বা খারাপ পারফরম্যান্স পুরো দেশের চাপে পরিণত হয়। খেলোয়াড়রা প্রায়ই বলেন, নিজের দেশের জার্সিতে খেলা সবচেয়ে বড় সম্মান, কিন্তু সবচেয়ে বড় চাপও বটে। আধুনিক ফুটবলে (২০০০ সালের পর) প্রতিযোগিতা অনেক বেড়েছে। দলগুলো আরও শক্তিশালী ও পেশাদার হয়েছে। তাই আয়োজক হওয়ার সুবিধা থাকলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে ইতিহাস বলছে, আয়োজক দল গড়পড়তার চেয়ে ভালো করে, এটাই তাদের বড় শক্তি।

আসছে ২০২৬ বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজন করবে। তিন দেশের মধ্যে কেউ কি ট্রফি জিততে পারবে? ইতিহাসের আলোকে সম্ভাবনা আছে, কিন্তু চাপও থাকবে প্রচণ্ড। যে দল এই চাপকে শক্তিতে রূপান্তর করতে পারবে এবং মানসিকভাবে শক্ত থাকবে, তারাই ইতিহাস গড়বে।

কান্না-হাসি-উল্লাসে ভেসে গেল কিশোর ভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিস্ফোরিত হল আবেগ। গ্যালারি থেকে মাঠ— সর্বত্র তখন শুধু লাল আর হলুদের ঢেউ। কেউ কাঁদছেন, কেউ জড়িয়ে ধরছেন অচেনা মানুষকে, কেউ আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছেন— 'অবশেষে!' দীর্ঘ ২২ বছরের প্রতীক্ষা, অপমান, ব্যর্থতা আর আক্ষেপের পাহাড় ডিঙিয়ে ভারতসেরার মুকুট আবার ফিরল ইস্টবেঙ্গলের মাথায়। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইন্টার কাশীকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হল লাল হলুদ। ম্যাচের শুরুটা অবশ্য স্বপ্নের মতো ছিল না। বরং প্রথমার্ধে বারবার চাপে পড়ে যাচ্ছিল অস্কার ব্রুজোর দল। ১৪ মিনিটে আলফ্রেড প্লানাসের অসাধারণ লবে এগিয়ে যায় ইন্টার কাশী। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় গ্যালারি। লিগ না পাওয়ার হতাশা, বড় ম্যাচে ভেঙে পড়ার পুরনো ভয় যেন আবার ফিরে আসছিল সমর্থকদের মনে। কিন্তু এ বারকার ইস্টবেঙ্গল অন্যরকম। এ দল হার মানতে শেখেনি।

প্রথমার্ধে প্রভসুখন সিং গিল না থাকলে হয়তো ম্যাচ সেখানেই শেষ হয়ে যেত। একের পর এক নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দলকে টিকিয়ে রাখেন তিনি। আর বিরতির সময় ড্রেসিংরুমে অস্কার ব্রুজোর বার্তাও ছিল স্পষ্ট— 'শেষ ৪৫ মিনিট নিজেদের উজাড় করে দাও।'

তারপরই বদলে যায় ম্যাচের ছবি। ৫০ মিনিটে ইউসেফ এজেজারির পায়ে সমতা ফেরে। গ্যালারিতে তখন নতুন করে প্রাণের সঞ্চার। আর ৭৩ মিনিটে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বিপিনের পাস থেকে রশিদের আলতো ছোঁয়া, তারপর বল জালে। যেন সময় থমকে গিয়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর বিস্ফোরিত হল কিশোর ভারতী। মশাল জ্বলল, গর্জে উঠল গ্যালারি, মাঠে নেমে এল উন্মাদনা। এই জয় শুধু একটি ট্রফি নয়। এটি এক প্রজন্মের অপেক্ষার অবসান। সুভাষ ভৌমিকের পর আবার এক বিদেশি কোচের হাত ধরে সর্বভারতীয় সাফল্য পেল ইস্টবেঙ্গল। মিগুয়েল, রশিদ, এজেজারি, প্রভসুখন— প্রত্যেকেই হয়ে উঠলেন নতুন ইতিহাসের নায়ক। একসময় যে ক্লাবকে ঘিরে শুধুই হতাশা আর প্রশ্ন ছিল, সেই ইস্টবেঙ্গলই বৃহস্পতিবার রাতে ভারতীয় ফুটবলের নতুন রাজা। আর সেই কারণেই বৃহস্পতিবারের রাতটা শুধু একটি জয় নয়, লাল-হলুদের অস্তিত্ব ফিরে পাওয়ার রাত হয়ে রইল।

লিগের সেরা মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ২২ ইয়ার্ডস স্পোর্টস স্কুল গ্রাউন্ডে সিএবি মহিলা ক্লাব ক্রিকেট লিগের একদিনের টুর্নামেন্টের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। খেতাব নির্ধারণী ম্যাচে তারা ৫২ রানে হারাল মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। ব্যাট-বলের দুরন্ত পারফরম্যান্সে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখে মহমেডান স্পোর্টিং। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৩.২ ওভারে ১৫৩ রানে অলআউট হয়ে যায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। দলের হয়ে প্রীতি মণ্ডল ৪৫ বলে ২৭ এবং মিতা পাল ৪২ বলে ২৬ রান করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মোহনবাগানের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল ছিলেন সাইকা ইসহাক। ৮ ওভারে মাত্র ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নেন তিনি। রুপাল তিওয়ারিও ৯ ওভারে ১৮ রান খরচ করে ৩ উইকেট নেন। ১৫৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় মোহনবাগান। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৩১ ওভারে ১০১ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। সাইকা ইসহাক ৩০ বলে ৩৩ রান করে লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও অন্য প্রান্ত থেকে সেভাবে সমর্থন পাননি। রুপাল তিওয়ারি ৩৮ বলে ২৩ রান করেন। মহমেডানের হয়ে বল হাতে দাপট দেখান রেমন্ডিনা খাতুন, পাপ্রিয়া দাস ও মিতা পাল। তিনজনই ৩টি করে উইকেট তুলে নিয়ে মোহনবাগানের ব্যাটিং লাইনআপকে ভেঙে দেন। শেষ পর্যন্ত ৫২ রানের জয়ে সিএবি মহিলা ওয়ান ডে লিগের খেতাব নিজেদের দখলে তোলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

ভারত সেরা ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও দেশের সেরা ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল। টানা দ্বিতীয় বার ভারতীয় মহিলা লিগের খেতাব জিতে ইতিহাস গড়ল লাল-হলুদ শিবির। তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই ২০২৫-২৬ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল লাল-হলুদের মেয়েরা। মঙ্গলবার সেতু এফসি ও সেসা এফএ ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হতেই ইস্টবেঙ্গলের খেতাব নিশ্চিত হয়। এই সাফল্যে টানা দ্বিতীয় বার এশিয়ার সবচেয়ে বড় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পেল তারা। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে দাপটের সঙ্গে খেলেছে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। ১১টা ম্যাচের মধ্যে ১০টিতে জিতেছে। একটি মাত্র হার। গোল করেছে ৩৮টি। সেখানে

গোল হজম করেছে মাত্র ৫টি। ১৭টি গোল করে লিগের শীর্ষ গোলস্কোরার ফাজিলা। সব মিলিয়ে পরপর দু'বছর ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল। গত বছর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে জিতে মূল পর্বে ছাড়পত্র পেয়েছিল মশাল গার্লস। তবে এবার আর প্রাথমিক পর্বে খেলতে হবে না। যেহেতু গতবার মূলপর্বে একটি ম্যাচ জিতেছিল, তাই এই সুবিধা পাবে। যদিও প্রথম ম্যাচ জিতলেও আর নকআউটে যেতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এবার সেই অধরা লক্ষ্যে নামবে ইস্টবেঙ্গল।

চ্যাম্পিয়ন 'স্বামীজী'র ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামীজী একসময় খেলতেন, এমনই দাবী। সেই ক্লাবের ১৪০ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিন কখনও আসেনি। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান। সিএবি প্রথম ডিভিশন তথা সুপার লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ইতিহাস গড়ল শতাব্দী প্রাচীন টাউন ক্লাব। আর এই স্বপ্নপূরণের নেপথ্যে যাঁর নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল, তিনি সুরজিৎ লাহিড়ি ওরফে 'জ্যাক'। টাউন ক্লাবের ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে তিনি দেখালেন, শুধু অর্থ বা তারকার ঝলক নয় বিশ্বাস, পরিকল্পনা ও পরিশ্রম দিয়েও অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস মাঠে পাঁচ দিনের ফাইনালে শক্তিশালী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসের লিডের সুবাদে চ্যাম্পিয়ন হয় টাউন ক্লাব। কিন্তু স্কোরলাইনের বাইরেও এই জয় অনেক বড়। কারণ অভিমন্যু ঈশ্বরন, অনুষ্টুপ মজুমদার, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, রমনদীপ সিংদের মতো তারকাখচিত মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কার্যত তরুণ ও মূলত বাঙালি ক্রিকেটারদের নিয়েই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে টাউন।

প্রথম ইনিংসে ৪০৩ রান তুলে ম্যাচের ভিত গড়ে দেয় টাউন। জবাবে

মোহনবাগান থামে ৩৫৩ রানে। সেই ৫০ রানের লিডই শেষ পর্যন্ত খেতাব নির্ধারণ করে দেয়। দ্বিতীয় ইনিংসে টাউন ৫ উইকেটে ২৬২ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করলে ম্যাচ ড্র হয়, কিন্তু ট্রফি চলে যায় টাউনের ড্রেসিংরুমে। এই ঐতিহাসিক জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন একাধিক ক্রিকেটার। শচীন যাদবের দুরন্ত শতরান তাঁকে ম্যাচের সেরা করেছে। অঙ্কুর পালও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে মোহনবাগানের বোলিংকে চাপে রাখেন। শতরান করেন অবলিন ঘোষও।অন্যদিকে প্রচণ্ড গরমে ফাস্ট বোলার হয়েও ৪০ ওভারের বেশি বল করে দীপাংশ চৌহানের পাঁচ উইকেট কার্যত ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

কমছে পুকুর, হারিয়ে যাচ্ছে সাঁতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : যত দিন যাচ্ছে গ্রাম বাংলায় পুকুর ও ডোবার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বসতির জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে জমি জায়গার। বাধ্য হয়েই জলা বুজিয়ে অনেকেই বাড়ি ঘর তৈরি করেছেন আর সেই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী গ্রামের পুকুরগুলি। পাশাপাশি আর দেখা যাচ্ছে না পুকুর, দামাল ছেলেদের দাপিয়ে বেড়ানোর দৃশ্য। এইসব এলাকাতে চলছে পুকুর বোজানোর কাজ, ফলে জায়গাটির ভদ্রেশ্বর এঙ্গাস অঞ্চলের এখানেও জমির দাম অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে আর সেই সাথে সাঁতার নামে শারীরিক ব্যায়ামটি ও কেবল বইয়ের পাতায় স্থান পেয়েছে। বর্তমানে ৯৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে ও সাঁতার জানে না বললেই চলে। অনেকে তো পুকুরে স্নান করাই ছেড়ে দিয়েছেন। যদি সাঁতার অভ্যাস করা যেত তাহলে হয়তো অনেক শারীরিক সমস্যা দূর হয়ে যেত। আগেকার দিনের মতো পুকুরগুলিতে এখন বিশুদ্ধ জল নেই অথচ সাঁতারের থেকে বড় ব্যায়াম আর নেই। বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসকরা সাঁতারের পরামর্শ দেন, কারণ এর ফলে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। সেই কারণে শহরে শহরে গড়ে উঠছে সুইমিং পুল।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com